জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৬

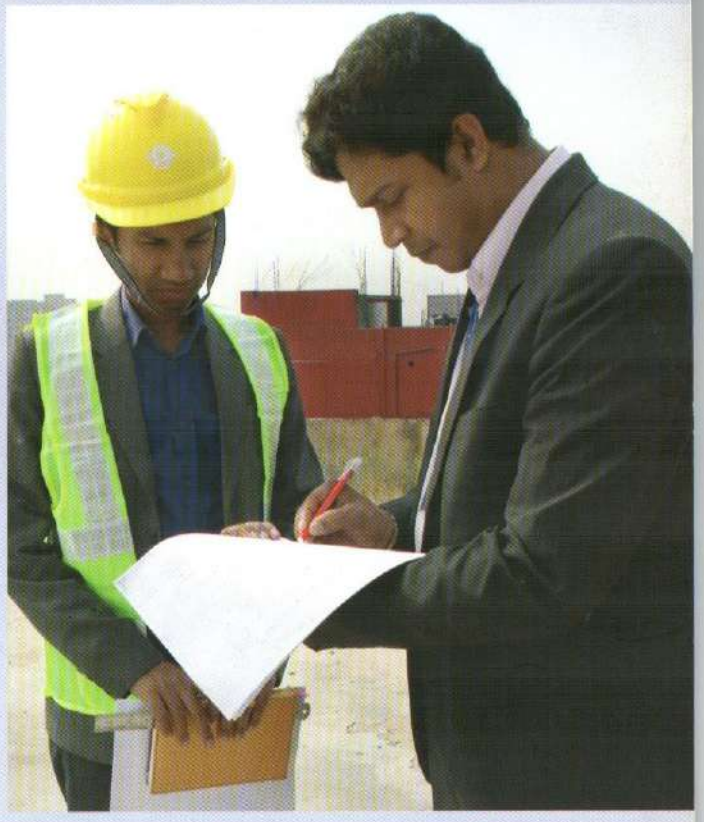

নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

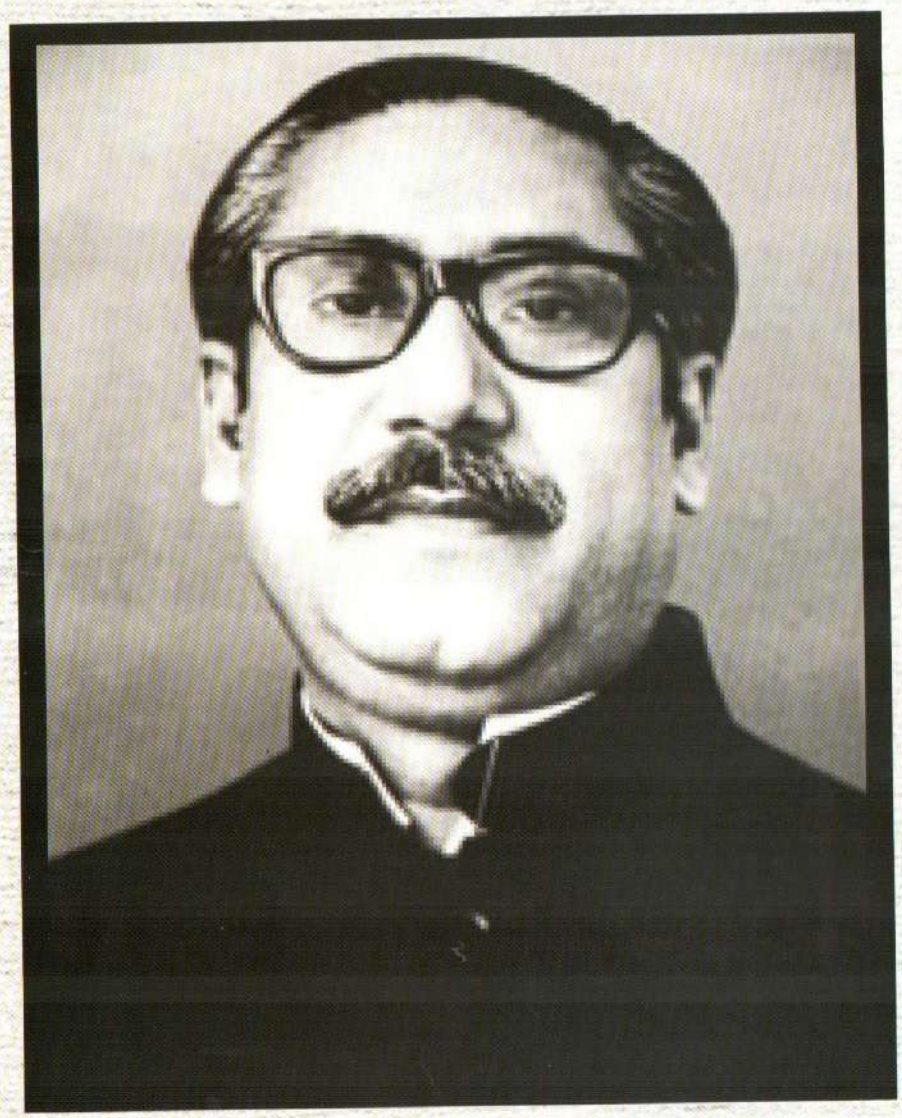

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতির বাণী

১৫ বৈশাখ ১৪২৩
২৮ এপ্রিল ২০১৬

"নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশ"-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কে দেশব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বর্তমান বিশ্ব তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ। এ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকসহ সংশিষ্ট সকলের কর্মস্থলে উন্নত কর্মপরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে লক্ষ্যে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' উদ্‌যাপন এক অন্যতম মাইলফলক বলে আমি মনে করি।

আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য আজ বিশ্বব্যাপী। রপ্তানি বাণিজ্যের বাজার ধরে রাখার পাশাপাশি আরও সম্প্রসারণের জন্য উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে হবে। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার, স্বাস্থ্য ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারের পাশাপাশি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক সংগঠনগুলোকে এ বিষয়ে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর ১৯৭২ সালের ২২ জুন বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা-আইএলও এর সদস্যপদ লাভ করে। স্বাধীনতার পর পরই তৎকালীন প্রেক্ষাপটে তিনি সকল কলকারখানা জাতীয়করণ করেন এবং বাংলার শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা নিশ্চিত করেন। শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা প্রদানে বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় প্রত্যয় থেকেই তাদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়। বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখেই দেশের সকল শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সেবা এবং নিরাপত্তা সুবিধা প্রতিটি শ্রমিকের ন্যায়সংগত অধিকার। 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস'-শুধুমাত্র শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এ বিষয়ের সঙ্গে জড়িত রয়েছে বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক মুক্তি। শ্রমিকদেরকে পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে সংশিষ্ট সকলে অবদান রাখবেন-এটাই জাতি প্রত্যাশা করে।

আমি 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' উদ্‌যাপনের সফলতা কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রীর বাণী

১৫ বৈশাখ ১৪২৩
২৮ এপ্রিল ২০১৬

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রথমবারের মত বাংলাদেশে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস - ২০১৬' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রমিকদের কল্যাণে ও তাঁদের উন্নয়নে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি ছিলেন শ্রমিকের অকৃত্রিম বন্ধু। শ্রমিকদের অধিকার এবং কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য স্বাধীনতার পর পরই তিনি সকল কলকারখানা জাতীয়করণ করেন।

জাতির পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বর্তমানে সরকার দেশের শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়া অনেক মিল-কারখানা পুনরায় আমরা চলু করেছি। শ্রমিক বান্ধব দেশ গড়ার লক্ষ্যে শ্রম আইনকে যুগোপযোগী ও বাস্তবমুখী করতে বিভিন্ন সময়ে আমরা পোষাকশিল্পসহ ৩৮টি সেক্টরের নিম্নতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ করেছি। জাতীয় শিশুশ্রমনীতি ২০১০ এবং জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ প্রণয়ন করার পাশাপাশি সরকারি এবং বেসরকারি সকল পর্যায়ে কর্মস্থলে নিরাপদ পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধনসহ 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে।

'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস দিবস-২০১৬'-এর প্রতিপাদ্য - 'নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশ' - পেশাগত রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা এবং কর্মক্ষেত্রে উন্নত পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক হবে। আমি মনে করি শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করার মাধ্যমেই একটি সুখী- সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

আসুন, রাষ্ট্রের বৈশ্বিক, নৈতিক ও আইনি বাধ্যবাধকতার আলোকে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি।

আমি 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবস-২০১৬' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মোঃমুজিবুল হক
প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। জাতির পিতা বলেছিলেন, ''বিশ্ব আজ দুইভাগ বিভক্ত, একদিকে শোষক, আরেকদিকে শোষিত - আমি শোষিতের পক্ষে।'' সেই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল শ্রেণীর অবহেলিত নিষ্পেষিত মানুষের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করতে ২০২১ সালের মধ্যে সুখি, সমৃদ্ধ, মধ্যম আয়ের দেশ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর।

জাতির পিতার আদর্শকে অনুসরণপূর্বক আমরা শ্রমিক ভাই বোনদের সুন্দর কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্য অর্জনে ইতোমধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার জন্য জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে।

শিল্প উন্নয়নে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে আমরা কাজ করছি। ''জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস'' পালন শ্রমিকদের সুস্থ্য ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরীসহ সুষম অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অনুপ্রেরণা যোগাবে এ প্রত্যাশা করছি।

একটি দেশের উৎপাদন, উন্নয়ন ও সামগ্রিক অগ্রগতিতে শ্রমজীবী মানুষের অবদান অপরিসীম। মেহনতি মানুষের কল্যাণ ও ভাগ্যের পরিবর্তনের সাথে দেশের ভাগ্যন্নোয়ন জড়িত। শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষের সাথে ঐক্য ও একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলাদেশে যথাযথ মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপিত ''জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০১৬'' এর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ মুজিবুল হক, এমপি

সচিব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে "নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশ" এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রথমবারের মত বাংলাদেশে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' পালিত হতে যাচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে দিবসটি সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও যুগোপযোগী। ইতোপূর্বে পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য কারখানায় সংঘটিত কতিপয় দুর্ঘটনা বাংলাদেশ তথা সারা পৃথিবীকেই প্রবল ভাবেই নাড়া দিয়েছে এবং শিল্পায়নের ইতিহাসে বিপর্যয়ের সতর্ক সংকেত ও আগামী কর্মপরিকল্পনায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির সর্বোচ্চ গুরুত্ব অনুধাবন করিয়েছে। আর এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ সরকার কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটিকে প্রাধান্য দিয়ে শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন করে এবং বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন করে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণে তদারকি কর্তৃপক্ষ - কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ এ অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির গুরুত্ব, স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সুস্পস্ট করে সরকার জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালায় অধিক্ষেত্র নির্বাচনসহ নৈতিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতাসমূহ, মালিক সংগঠন-ট্রেড ইউনিয়ন-নিয়োগকর্তা-ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ-শ্রমিক-কর্মচারী প্রভৃতি স্টেকহোল্ডারদের দায়িত্ব নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের সুস্পস্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পেশাগত স্বাস্থ্য, কর্মস্থলের সেইফটি নিশ্চিতকরণ ও উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বহিঃবিশ্বে দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

শ্রমিকের সুস্থতা ও কর্মপরিবেশের নিরাপত্তার সাথে উৎপাদনশীলতা নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। তাই পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করা মালিকের জন্য শ্রেষ্ঠ নিরাপদ বিনিয়োগ। সার্বিক বিবেচনায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকল্পে শ্রম আইন, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন ও প্রতিপালনের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দ্রুত সমৃদ্ধি লাভ করবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

(মিকাইল শিপার)

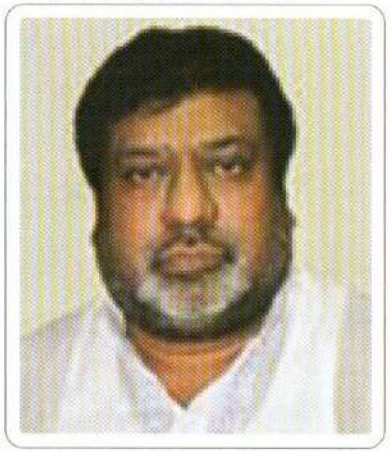

সভাপতি
বিকেএমইএ

বাণী

এদেশের নীট শিল্প উদ্যোক্তাদের সাহসী বিনিয়োগ এবং ঝুঁকির মধ্যেও বাণিজ্য সম্প্রসারনের প্রচেষ্টা এবং একইসাথে সরকারের শিল্পবান্ধব কর্মসূচির সহযোগিতা নিয়ে নীট শিল্প আজ বিশ্ব দুয়ারে রপ্তানীর পরিসংখ্যান বিচারে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর (বায়ার) নিত্যনৈমত্তিক কমপ্লায়েন্স ষ্ট্যান্ডার্ড এবং পরিবেশ ভারসাম্যমূলক কারখানার অবকাঠামোগত চাহিদা, শ্রম-ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন, শ্রম পরিবেশের উন্নতি ইত্যাদি নানা ধরনের কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের চাহিদার কারনে বাংলাদেশের নীট শিল্প মালিকরা অনেক বেশী রকমের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে। বিকেএমইএ সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিকে সুসংহত করার জন্য সবসময় সচেষ্ট।

কারখানাগুলোকে আন্তর্জাতিকমানে রূপান্তরিত করার জন্য কমপ্লায়েন্স উন্নীতকরণ, শ্রম ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিতকরন, শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কারখানা পরিচালনায় সামষ্টিক কল্যাণমূখী চিন্তা ভাবনার প্রয়োগ ঘটানোর জন্য বিকেএমইএ কাজ করে আসছে। বিকেএমইএ'র দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা নিয়ে গঠিত বিভিন্ন সেল রয়েছে- সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স সেল, ফায়ার সেফটি সেল, গ্রীন ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট সেল,প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট সেল, রিসার্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেল, যারা বিকেএমইএর সদস্য কারখানাগুলোতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।এর আওতায় রয়েছে-কারখানা মনিটরিং কার্যক্রম, ক্র্যাশ প্রোগ্রাম, কারখানা এসেসমেন্ট, কারখানা ভিত্তিক শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ,মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণ, কারখানা মালিকদের নিয়ে কারখানা উন্নয়নমূলক কর্মশালা। সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিকেএমইএ ইতোমধ্যেই বিভিন্ন রকমের প্রকাশনা তৈরী করেছে; যার মধ্যে রয়েছে ট্রেনিং ম্যানুয়াল, সচেতনতামূলক পোষ্টার, লিফলেট, স্টিকার ইত্যাদি।

সারা বিশ্বে প্রতি বছর ২৮ শে এপ্রিল "পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" আন্তর্জাতিকভাবে পালিত হয়ে আসছে। এ বছর বাংলাদেশে প্রথমবারের মত দিবসটি জাতীয়ভাবে উদযাপন করা হচ্ছে। দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে 'নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশ'। দিবসটি অবশ্যই তাৎপর্য বহন করে, কেননা সম্প্রতি ঘটে যাওয়া দুইটি দূর্ঘটনা আমাদের কর্মপরিবেশের নিরাপত্তার কথা মনে করিয়ে দেয়। পেশাগত স্বাস্থ্য সচেতন না হলে, স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ না থাকলে দীর্ঘমেয়াদী জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে। কর্মস্থল নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার যে সকল কাজ করছে এবং পদক্ষেপ নিয়েছে, এজন্য সরকারকে বিকেএমইএ'র পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এক্ষেত্রে বানিজ্য মন্ত্রণালয় ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের ভুমিকা নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। আজকের এই দিবসটির আয়োজন করায় শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকেও জানাই আন্তরিক সাধুবাদ। দিবসটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা দিবসটি প্রতিবছর উদযাপিত হলে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে সকলের মধ্যে সচেতনতা বাড়বে, ঝুঁকি হ্রাস পাবে, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত হবে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত হোক এই কামনায়।

ধন্যবাদান্তে,

এ কে এম সেলিম ওসমান, এম পি

সভাপতি
বিইএফ

বাণী

সারা বিশ্বে প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল "পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" আন্তর্জাতিকভাবে পালিত হয়ে আসছে। এ বছর প্রথমবারের মতো শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে ২৮ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে জাতীয়ভাবে দিবসটি উদ্‌যাপনের আয়োজন করছে জানতে পেরে আমি বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তরগুলোকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মন্ত্রণালয় সাম্প্রতিককালে কর্মপরিসরে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উপর গুরুত্ব দিয়ে শ্রম আইনে ও বিধিতে নতুন বিধান সংযোজন করে বিষয়টির সর্বজনীন গাম্ভীর্য সৃষ্টি করেছে। নিরাপত্তাপূর্ণ কর্মপরিবেশ এবং নিরাপদ ও নিয়ন্ত্রিত কর্মপ্রণালী নিশ্চিত করতে পারলে কর্মপরিসরে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কীয় প্রচুর পরিমাণ দুর্ঘটনা বা ঝুঁকি হ্রাস হতে পারে। মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে জাতীয় রূপরেখার খসড়া প্রণয়ন করছে এবং এর উপর ভিত্তি করে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে যাচ্ছে। এরূপ প্রয়াসের জন্য সরকার ইতিমধ্যে প্রশংসা অর্জন করেছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা কর্মপরিসরে ভিন্ন ভিন্ন নিরাপত্তাপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়ে থাকে। কৃষি, পাট, বস্ত্র, নির্মাণ, পোষাক, রি-রোলিং, চিংড়িশিল্প, জাহাজ ভাঙ্গা, রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ, চামড়া ইত্যাদি শিল্প ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম নিরাপত্তাপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। শব্দ, ধুলা, ধোঁয়া, আলো, রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি দ্বারা কর্ম ক্ষেত্রে কর্মজীবী মানুষের স্বাস্থ্যহানি হয়ে থাকে। দুর্ঘটনা বা ঘটনা আকস্মিকভাবে মানুষের জীবনে বিপর্যয় এনে দেয়। সুতরাং, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্যহানির পরিবেশের উন্নয়ন করতে পারলে যেমন একদিকে শ্রমজীবী মানুষ নিরাপদে কাজ করতে পারবে, অন্যদিকে অপ্রত্যাশিত খরচ রোধ করা সম্ভব হবে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমানের প্রাচুর্যতা ঘটবে।

পরিশেষে, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২৮ এপ্রিল "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" উদ্‌যাপনের উদ্যোগ স্বার্থক হোক-এ প্রত্যাশা রইল।

বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

সালাহউদ্দীন কাসেম খাঁন

সভাপতি
বিজিএমই

বাণী

আগামী ২৮শে এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে জাতীয়ভাবে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে "পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উদযাপন" হতে যাচ্ছে জানতে পেরে আমি আনন্দিত ও গর্বিত।

এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো "নিরাপদ কর্ম পরিবেশ, সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশ"। এর অর্থ হচ্ছে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পরিবেশ সুরক্ষাসহ উৎপাদন ও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে শিল্প ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে শিল্প ও কলকারখানাসহ বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই কারণে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়টি একটি মাল্টি সেক্টরাল ইস্যু। কাজেই পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরনের জন্য প্রয়োজন সকল স্টেকহোল্ডারদের সম্মিলিত প্রয়াস। এই ক্ষেত্রে প্রধান স্টেহোল্ডার্স মালিক, শ্রমিক এবং ক্রেতা। গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনে এরা প্রত্যেকেই অংশীদার। কর্মস্থলে দূর্ঘটনাজনিত কারনে শ্রমিকের মৃত্যু, জখম প্রাপ্ত হওয়া বা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হয়। যার ফলে সকল পক্ষই একটি অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির সম্মুখিন হন। কাজেই নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রাথমিক পর্যায়ে Healthy Work Place, Decent work এবং Green Jobs নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মালিক পক্ষ প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছেন। মুক্তবাজার ভিত্তিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে, আমাদের দেশীয় শিল্প সমুহের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরী। আর এই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে উন্নতর প্রযুক্তির ব্যবহার এবং দক্ষ শ্রম শক্তির পাশাপাশি কর্মস্থলে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ। "নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশ" যে স্লোগান নিয়ে বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করেছে এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে রপ্তানীমূখী তৈরী পোশাক খাত অনবরত কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে কাজ করতে বদ্ধপরিকর।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তিতে পোশাক শিল্প খাত থেকে ৫০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানীর লক্ষমাত্রা অর্জনকে সামনে রেখে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আয়োজিত "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি" দিবসের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

আল্লাহ হাফেজ,

Rahman

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান

জাতীয় শ্রমিক লীগ

সভাপতি
জাতীয় শ্রমিক লীগ

বাণী

বাংলাদেশে যথাযথ মর্যাদার সাথে প্রথম বারের মতো "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি" দিবস পালিত হচ্ছে যা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের শ্রম নির্ভর অর্থনীতিতে শ্রমিক বাঁচলে শিল্প বাঁচবে,শিল্প বাঁচলে দেশ বাঁচবে। নিরাপদ কর্মপরিবেশ শ্রমিকের অধিকার আর এই অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আমি আমৃত্যু কাজ করে যাবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি।

কলকারখানার কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ,দাবী-দাওয়া ও আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভুত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারের রানা প্লাজা ধ্বসে সেখানকার পাঁচটি পোশাক কারখানার এক হাজার ১৩৫ জন শ্রমিক নিহত হন, যা শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে পেশাগত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সজাগ দৃষ্টি রাখার পাশাপাশি শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারেও সোচ্চার করে তোলে। গণতন্ত্রের মানস কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে গঠিত সরকার শ্রমিকদের প্রত্যাশার প্রতি লক্ষ্য রেখে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটিকে প্রাধান্য দিয়ে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকারের শ্রমবান্ধব নীতিমালা ও কার্যক্রম দেশের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মহলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে।

বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের অবদান অপরিসীম। সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের বিকল্প নেই। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সেবা এবং নিরাপত্তা সুবিধা প্রতিটি শ্রমিকের আইনগত অধিকার। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে সকল শিল্প উদ্যোক্তা, মালিক ও শ্রমিকের সম্মিলিত প্রয়াস একান্তভাবে কাম্য। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমরা শ্রমিক ভাই-বোনদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন করতে সক্ষম হবো "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসে" এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
জয় হোক বাংলার মেহনতি মানুষের

(আলহাজ্ব শুক্কুর মাহামুদ)

মহাপরিদর্শক

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রথমবারের মত "নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশ" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয় ভাবে ২৮ এপ্রিল "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" পালন করা হচ্ছে। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে এ দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

বর্তমান পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থায় শিল্প সেক্টরে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ও দক্ষ শ্রমশক্তির সাথে কর্মস্থলে নিরাপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ। এ জন্য সারা পৃথিবীতে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য অগ্রাধিকার পাচ্ছে। কর্মের প্রথম শর্ত - জীবনের নিরাপত্তা আর নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার সকল মৌলিক অধিকারের আগে। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার শ্রম আইনে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ যুগোপযোগী করে বেশ কিছু সংশোধনী আনয়ন করার পাশাপাশি ২০১৩ সালের নভেম্বরে "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা" প্রণয়ন করেছে। শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উপর যেখানে একটি দেশের উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন জড়িত সেখানে অতি দ্রুত মালিক-শ্রমিক-সরকার সকল পর্যায়ে জাতীয় ভাবে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কোন বিকল্প নেই। এ প্রেক্ষিতে জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা গৃহিত হয়েছে এবং এর আওতায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাতীয় উদ্যোগে ১৫৪৯ টি, ইউরোপীয় ক্রেতা জোট অ্যাকর্ড ১৩৬৮ টি , উত্তর আমেরিকান ক্রেতা জোট অ্যালায়েন্স ৮২৯ টি তৈরি পোশাক কারখানাসহ সর্বমোট ৩৭৪৬ টি ভবনের কাঠামোগত, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সংস্কার পরবর্তী কাজের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বাংলাদেশ শ্রম আইন ও জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালার আলোকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি ও বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান শ্রমিকবান্ধব সরকার শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করণে অঙ্গীকারবদ্ধ। শ্রমিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হলে দেশের অর্থনীতিতে প্রাণের সঞ্চার হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

(সৈয়দআহম্মদ)

মহাপরিচালক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

বাণী

''জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২০১৬'' উদযাপন উপলক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর স্মরনিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় ''নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশ''। দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে আমাদের দেশে বর্তমান এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্লোগান।

বাংলাদেশে একটি অত্যন্ত দুর্যোগপ্রবণ দেশ। ভৌগোলিক অবস্থান, ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নানা কারণে আমাদের দেশ ক্রমান্বয়ে অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে অরক্ষিত স্থানে পরিণত হয়ে পড়েছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিধ্বস এর পাশাপাশি ভূমিকম্প প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। এমতাবস্থায় আমাদেরকে এখনই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক ধারণা প্রয়োগের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশে আমাদেরকে প্রায়শই কোনো না কোনো দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়। দুর্যোগ সমূহের কিছু মনুষ্যসৃষ্ট আবার কিছু প্রাকৃতিক। সম্ভাব্য দুর্যোগ সম্পর্কে জ্ঞান, দুর্যোগের পূর্বে, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে করণীয় সম্পর্কে ধারণা নিয়ে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার মাধ্যমে সকল স্তরের জনগণের সহযোগিতা নিয়ে আমাদের বাংলাদেশকে একটি দুর্যোগ সহিষ্ণু দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

মানুষের জানমালের নিরাপত্তার পাশাপাশি কর্মস্থলে নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে। আমাদের দেশে এখনো বাড়ছে ভবনধ্বসের ঘটনা। মানা হচ্ছে না ভবন নির্মাণের নীতিমালা। যথাযথ বিধি-বিধান না মেনে ভবন নির্মাণের ফলে ভবন ধ্বসে বাড়ছে হতাহতের সংখ্যা। রানা প্লাজা ধ্বস ও তাজরিন ফ্যাশনের ভয়াবহ অগ্নিকান্ড কেড়ে নিয়েছে শত শত মানুষের জীবন, ক্ষতি হয়েছে অপূরণীয়।

এ ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে আমরা সেই কামনাই করব।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে নিরাপদে রাখুন, শান্তিতে রাখুন।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলী আহাম্মেদ খান, পিএসসি

International Labour Organization

Mr. Srinivas B. Reddy
Country Director
ILO Country Office for Bangladesh

Message

In the aftermath of the Rana Plaza disaster, the International Labour Organization (ILO) collaborated closely with the Government of Bangladesh, employers and workers organizations, civil society and international brands and retailers to enhance safety in the RMG sector.

ILO subsequently launched a major programme in September 2013 funded by Canada, the Netherlands and the United Kingdom to improve RMG working conditions. This initiative includes major safety-related components aimed at enhancing building integrity, boosting the capacity of the labour inspectorate and enhancing OSH awareness, capacity and systems.

Over the past three years considerable progress has been made. All RMG factories have been inspected for structural, fire and electrical safety with those posing an imminent danger to workers closed. Of these, 1,549 were carried out by the national initiative supported by ILO with a further 2,083 inspected by the Accord and Alliance.

A culture of Occupational Safety and Health (OSH) is being built with some 6,500 mid-level RMG managers trained by the Bangladesh Employers Federation to pass on OSH skills to almost 800,000 workers. A network of over 2,700 members from the National Coordination Committee for Worker Education (NCCWE) and IndustriALL Bangladesh Council trade unions have also been given OSH training.

The ILO/IFC Better Work programme is helping improve working conditions and productivity in some 100 factories. As part of their tasks, Better Work advisors work with factories to help enhance awareness of safety among the management and workforce.

ILO has also worked closely with DIFE to enhance its operational capacity. A more effective and efficient DIFE will make a huge contribution to enhancing OSH in Bangladesh, not only in the RMG sector but across every industry.

While progress has certainly been made, much still remains to be done. Remediation work of RMG factories should to be carried out without delay. Another priority is the establishment of Safety Committees in all factories with over 50 workers which will make a major contribution to workplace safety.

I congratulate DIFE on organising this first National OSH Day and the Government of Bangladesh and all our partners for their hard work over the past three years. This is the perfect time to reflect on what has been achieved and to energise all our efforts to ensure safe workplaces and Decent Work for each and every worker.

Donors Message

On behalf of the governments of Canada, the Netherlands and the United Kingdom we are pleased to be supporting the first ever Occupational Safety and Health (OSH) Day celebrations here in Bangladesh.

Every worker has the right to a safe workplace. A major step towards achieving this goal is to create wider awareness about occupational safety and health as well as the rights and obligations of workers, managers and owners alike.

It is therefore fitting that the Department of Inspection for Factories and Establishments is holding a series of activities around Bangladesh to mark International Occupational Safety and Health (OSH) day.

Workplace safety here in Bangladesh matters greatly to us. Consumers in our countries as well as many others around the world are intensely interested in the conditions in which their clothes are produced. They look for garments and other products, sourced from factories where they believe workers have safe conditions and where their rights are respected.

Over the past three years, Bangladesh has made good progress in enhancing workplace safety in the RMG sector through inspections and remediation of factories. Through our collaboration with ILO, Canada, the Netherlands and the United Kingdom are helping establish an OSH culture in order to improve and maintain workplace safety. Managers, workers and trade union organizers have been trained. The labour inspectorate has been strengthened while OSH training materials have also been developed.

A safer, fairer industry will also provide a far firmer foundation for further growth as well as make Bangladesh a more attractive destination for investors worldwide.

The changes in the RMG industry in recent years have been positive, however this OSH Day is also an opportunity to spread the safety message to every sector nationwide.

We are confident that this celebration will mark the opening of a new chapter in Occupational Safety and Health in Bangladesh. And we look forward to it being built upon in coming years to bring real awareness of the benefits workplace safety can bring.

Benoît-Pierre Laramée
High Commissioner of Canada to Bangladesh

Leoni Margaretha Cuelenaere
Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Bangladesh

Alison Blake
British High Commissioner to Bangladesh

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি:

প্রেক্ষিত, বর্তমান ও ভবিষ্যত

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমিয়ে শ্রমিকগণের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ২০০৩ সাল থেকে ২৮ এপ্রিল আন্তর্জাতিক পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবস পালন করে আসছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা (নভেম্বর২০১৩)" প্রণয়ন করে প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস রাষ্ট্রীয়ভাবে উদযাপন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার, আইএলও এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিদের অংশগ্রহণে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত "নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশ"- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস প্রতিপালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার শ্রমিক-মালিক, শ্রমিক সংগঠন, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগি ও ক্রেতা সংগঠনের সমন্বয়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উন্নয়নের জন্য জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বিভিন্ন সেক্টরে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিয়ে ইতোমধ্যে অনেক লক্ষ্যণীয় পদক্ষেপ গৃহিত হয়েছে এবং বেশকিছু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অর্জিত সাফল্য বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তার পাশাপাশি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ সম্পর্কে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটিকে প্রাধান্য দিয়ে

সরকারের গৃহিত কার্যক্রম:

বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরে ২০১৩ সালে উপর্যুপরি ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিকের প্রাণহানি হয়। ঘটে যাওয়া এইসব দুর্ঘটনার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে সরকার শ্রমজীবী মানুষের প্রত্যাশার প্রতি লক্ষ্য রেখে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণ ও তা বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে। শ্রমিকদের সুস্থ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করণের জন্য সরকার ২০০৬ সালে প্রণীত শ্রম আইনে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংশিষ্ট ধারাসমূহ যুগোপযোগী করে বেশ কিছু সংশোধনী আনয়ন করেছে। ২০১৩ সালের নভেম্বরে কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির গুরুত্ব, স্টেক হোল্ডারদের ভূমিকা ও দায়িত্ব স্পষ্ট করে সরকার "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা" প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালায় অধিক্ষেত্র নির্বাচন করে নৈতিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতাসমূহ, স্টেক হোল্ডারদের ভূমিকা ও দায়িত্ব, মালিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, নিয়োগ কর্তা ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক-কর্মচারীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ নীতিমালা গ্রহণ করার পাশাপাশি সরকার শ্রম আইনের ব্যাখ্যা ও সুস্পষ্টীকরণে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা প্রণয়ন করে। সরকারের উদ্যোগে প্রায় চার যুগের পুরাতন শ্রম আইন তদারককারী সংস্থা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে মাত্র নয় মাসের মধ্যে অধিদপ্তরে উন্নীত করে এর জনবল প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি করে ৯৯৩ জনে উন্নীত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ অধিদপ্তরে সরকারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণকে পদায়ন করে ও নিয়োগকৃত পরিদর্শকগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত মন্ত্রীকে প্রধান করে "জাতীয় সেইফটি কাউন্সিল" গঠন করা হয়েছে। এ কাউন্সিলের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ত্রিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় OSH প্রোফাইলের খসড়া চূড়ান্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত নতুন জাতীয় OSH প্রোফাইল একটি সুপরিকল্পিত ও পূর্ণাংগ কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

MJL/SN-607
brother

তৈরী পোশাক শিল্পের অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তায়

অংশীজনের সমন্বয়ে সরকারের গৃহীত উদ্যোগ:

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে একটি ত্রিপক্ষীয় বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ত্রিপক্ষীয় বাস্তবায়ন পরিকল্পনার কর্মকৌশলে প্রশাসনিক পুনঃর্গঠন, বিদ্যমান আইনের সংশোধন, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সরকার

আন্তর্জাতিক মহলে তৈরী পোশাক কারখানাসমূহে ভবন ও অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ কর্ম পরিবেশ উন্নয়নের অংগীকার করে। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারকে কারিগরি সহায়তা প্রদানে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এগিয়ে আসে। কর্মকৌশলে চিহ্নিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স একযোগে কাজ করেছে। ২০১৩ সাল থেকেই ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভের অধীনে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)- এর ত্রিশটি দল, ইউরোপীয় ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ড এবং উত্তর আমেরিকান ক্রেতাদের জোট অ্যালায়েন্স রপ্তানি ভিত্তিক তৈরী পোশাক কারখানার ভবন নিরাপত্তা যাচাই, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি পরিদর্শন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে ত্রিপক্ষীয় বাস্তবায়ন পরিকল্পনা উদ্যোগের অধীন তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার উপর অধিকতর নজর দেয়া হয়েছে এবং পরিদর্শনপূর্বক ত্রুটি চিহ্নিত করে তা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত মোট ৩৭৪৬ টি কারখানার পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শিত কারখানাগুলোর মধ্যে ৩৭ টি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ত্রুটি নিরসনের সুপারিশ করে ৪২ টি কারখানা আংশিক বন্ধ করা হয়েছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের

আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ

শ্রম আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ও কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করে শক্তিশালী ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। অধিদপ্তরে উন্নীত করার পর সংস্থা প্রধানের পদমর্যাদায় পরিবর্তন আনয়নসহ, ৫৭৫ জন নতুন পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের বাজেট ৬ কোটি থেকে পর্যায়ক্রমে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৩২ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে এ অধিদপ্তরে ২৭৭ জন পরিদর্শক কর্মরত আছেন।

২০১৫ সালের আগস্ট মাস থেকে ২০১৬ সালের মার্চ পর্যন্ত চারটি ধাপে মোট ১৬০ জন পরিদর্শককে বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণে বাংলাদেশে শ্রম পরিদর্শন কার্যক্রমে কর্মপরিবেশ ও শ্রমিক নিরাপত্তা জোরদার করার প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ দূরপাঠে OSH কোর্সে অংশ গ্রহণের পাশাপাশি কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন, পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত ত্রুটিসমূহের সংস্কার কার্যক্রমে নজরদারী এবং তার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ২০১৫ সালে প্রণীত জাতীয় শ্রম পরিদর্শন পরিকল্পনা পূনর্গঠন করে ২০১৬ সালের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা পুনঃর্গঠনের পথ-নকশা (২০১৪-১৬) তৈরি এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সাতটি (৭) কার্যকরী কমিটি গঠন করে মানসম্মত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, পরিদর্শন চেকলিস্ট এবং প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর শক্তিশালী করা হচ্ছে।

অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ যানবাহনসহ দাপ্তরিক ও পরিদর্শন সরঞ্জামাদি সরবরাহ করেছে।

অধিদপ্তরের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিতকরণসহ ই-সেবা প্রদানের লক্ষ্যে একটি ওয়েবসাইট এবং ডাটাবেস গঠন করা হয়েছে যেখানে পরিদর্শন সেবা সম্পর্কিত সকল তথ্যাবলি পাওয়া যাচ্ছে।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত কার্যাবলি এবং সকল ক্ষেত্রে নিরাপত্তা জোরদারকরণের বিষয়াবলির মধ্যে সমন্বয় করার লক্ষ্যে ২০১৫ সালে অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে OSH ইউনিট গঠন করা হয়েছে। কারখানাসমূহে গঠিত সেইফটি কমিটিকে কার্যকর করার লক্ষ্যে কমিটির সদস্যগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গৃহিত হয়েছে। এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য OSH-Kits তৈরী করা হয়েছে যা পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স

সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ:

দূর্যোগ-দুর্ঘটনায় জীবন ও সম্পদ রক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দুর্যোগ মোকাবেলায় এ অধিদপ্তরের পুনঃর্গঠনের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গ্রহণ করা হয়েছে নানামুখী কার্যক্রম। এই পূনঃর্গঠন প্রচেষ্টায় সরকারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ও GIZ এর সহযোগিতায় ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স এর কর্মীগণকে দেশে-বিদেশে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি, উদ্ধার সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও সরবরাহের মাধ্যমে অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সমন্বিত সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল সমূহে গড়ে তোলা হয়েছে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন। দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশেষত: তৈরি পোশাক শিল্প কারখানাসমূহে নিয়মিত অগ্নিনির্বাপন মহড়া আয়োজনের পাশাপাশি শ্রমিকগণকে দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানে এ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতকরণে সরকারের বিভিন্ন সংস্থাসহ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বিত কার্যক্রমে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সেইফটি কমিটি গঠনের বাধ্যবাধকতা:

বাংলাদেশ শ্রম আইনের ৯০ (ক) ধারায় ৫০ বা ততোধিক শ্রমিক কর্মরত এমন কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত শ্রম বিধিমালায় সেইফটি কমিটি গঠন সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে এবং কারখানাগুলোতে তা বাস্তবায়নের জন্য ৬-৯ মাস সময় দেয়া হয়েছে। এছাড়া পরিদর্শকগণ কর্তৃক কলকারখানা পরিদর্শনকালে সেইফটি কমিটি গঠনের বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

শ্রম বিধি অনুযায়ী সম সংখ্যক শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধি সমন্বয়ে কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠিত হবে। গঠিত সেইফটি কমিটি কারখানার পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উন্নয়নে কাজ করবে এবং ব্যবস্থাপকগণ এর কার্যক্রম তদারকি করবেন। সেইফটি কমিটি পরিচালিত কার্যক্রম সকল ধরনের পেশাগত ঝুঁকি প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ, হ্রাসকরণ বা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর বিধান অনুযায়ী কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে সেইফটি কমিটি গঠনের বিষয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রমে মালিক কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে আইনের বিধান প্রতিপালনে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। এ প্রক্রিয়াকে আরো কার্যকর করার লক্ষ্যে আইএলও - আরএমজি প্রোগ্রামের সহায়তায় সেইফটি কমিটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য ১০০ টি কমিটির সদস্যগণকে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া ক্রেতা সংগঠন অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স, দ্যা বেটার ওয়ার্ক প্রোগ্রামের আওতায় এ বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণ

ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ভূমিকা:

অধিভুক্ত সদস্যদের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সাম্প্রতিক কালে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ কার্যকর ভূমিকা রেখে যাচ্ছে । ট্রেড ইউনিয়নসমূহ শ্রমিকদের মধ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংশিষ্ট আইন এবং অধিকারের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)'র সহযোগিতায় NCCWE এবং IBC (IndustriALL Bangladesh Council) থেকে ৬৪ জনকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উপর মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তারা পর্যায়ক্রমে ইউনিয়নভুক্ত ও ইউনিয়ন বহির্ভুত রপ্তানীমুখী ৫২০০টি তৈরি পোশাক কারখানায় শ্রমিক ও ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

এছাড়া সেইফটি কমিটিতে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ এবং কারখানা পর্যায়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণ কার্যক্রমে মহিলা শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।

শ্রমিকদের প্রশিক্ষণে সরকার, মালিক ও অংশীজনের

চলমান কার্যক্রম:

শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির রীতি তৈরি এবং তার বাস্তবায়ন বর্তমানে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে শ্রমিক, সুপারভাইজার এবং ব্যবস্থাপকগণের দক্ষতার উন্নয়নে সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন অংশীজন সহায়তা করে আসছে। ২০১৪ সালের শেষের দিকে বিইএফ এর সহযোগিতায় আইএলও - আরএমজি প্রোগ্রাম এর অধীন একটি কর্মসূচী চালু করার ফলে ১১৪ জন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রশিক্ষকের একটি বিশেষায়িত দল তৈরি হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই দলটি চারশত (৪০০) তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় প্রায় ৭৫০০ থেকে ৮০০০ প্রান্তিক এবং মধ্য সোপানের সুপারভাইজারগণকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। ইতোমধ্যে তারা ৭৫০০০০ থেকে ৮০০০০০ শ্রমিককে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে প্রশিক্ষিত করেছে।

বিজেএমইএ ৩৫ জন নিয়োগপ্রাপ্ত অগ্নি প্রশিক্ষক, ব্যবস্থাপক এবং শ্রমিকের জন্য সুপারিশকৃত তিনদিনের অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। কোর্সটি নভেম্বর ২০১৩ থেকে গত দুই বছরে পূর্ববর্তী ১৬ বছরের চেয়েও বেশি সংখ্যক লোককে প্রশিক্ষণ দিয়েছে (৬৬৬ ফ্যাক্টরিতে ৪৯,৫৭২)।

ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স উভয়ই শ্রমিক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপপূর্বক পরিদর্শন, পরিদর্শন পরবর্তী সুপারিশ ও তার বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে।

দক্ষতাবৃদ্ধিতে ব্যবস্থাপক এবং শ্রমিকদের জন্য

প্রশিক্ষণ:

OSH সচেতনতা বৃদ্ধিতে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীজন জোরালো উদ্যোগ নিচ্ছে। ব্যবস্থাপক এবং শ্রমিকদের মধ্যে নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারী সংস্থা - কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শকবৃন্দ এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)'র সহায়তায় বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডেরেশন (বিইএফ) ৪০০ কারখানার ৭৫০০ জন মধ্য সোপানের ব্যবস্থাপককে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যবস্থাপকগণ তাদের অর্জিত জ্ঞান ৮০০০০ শ্রমিকের মধ্যে বিনিময় করতে পারবে। ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স কারখানাগুলোতে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশান (বিজিএমইএ) এবং বাংলাদেশ নিট ওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশান (বিকেএমইএ) প্রতি একহাজার তদারককারী, ব্যবস্থাপক ও শ্রমিকের মধ্যে দশ জনের জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। এছাড়াও তারা নিজ নিজ সদস্য কারখানাসমূহের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ উন্নতকরণের বিষয়ের প্রতিও বিশেষ নজর দিচ্ছে।

ট্রেড ইউনিয়নের দক্ষতা বৃদ্ধিতে

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রম পরিদপ্তর ট্রেড ইউনিয়নসমূহ শক্তিশালীকরণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কার্যক্রম বিস্তার ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে শ্রম পরিদপ্তর সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় কাউন্সিলের অধীনে ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষক, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও সংস্থাসমূহের জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সকল প্রশিক্ষণে শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে করণীয় বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের অধিভুক্ত শ্রমিকদের নিরাপত্তা ইস্যুর দুর্বল দিকসমূহ উন্নত করার পাশাপাশি সেইফটি কমিটিতে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বাড়াতে সাহায্য করবে। কারখানা পর্যায়ে নারী শ্রমিকদের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কার্যক্রমে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।

কর্মকালীন দুর্ঘটনায় হতাহতদের জন্য

ক্ষতিপূরণ বীমা ও সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের উদ্যোগ:

রানা প্লাজা ধ্বসে হতাহতদের ক্ষতিপূরণ প্রদান কালে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ফলে সরকার সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প স্থাপনের গুরুত্ব অনুধাবন করে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শ্রমিক কর্মকালীন অবস্থায় জখম প্রাপ্ত হলে আর্থিক সুবিধা পাবেন। নিয়োগ কর্তাদের গাফিলতি না থাকলে তারা স্বল্প কিস্তিতে বীমা কোম্পানী থেকে শ্রমিকের জন্য কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত কারণে জখমের ক্ষতিপূরণ প্রদানে আর্থিক সুবিধা পাবেন। এতে করে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি সহজতর হবে। এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে আন্তর্জাতিক ক্রেতা মহলে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে উঠবে।

বিদ্যমান অবস্থার উন্নয়নের জন্য ২০১৫ সালের ৬ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকার আইএলও এবং জার্মানি সমন্বিতভাবে "এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি সোশ্যাল প্রটেকশন ফর বাংলাদেশ" শীর্ষক একটি সমাঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। প্রাথমিক পর্যায়ে তৈরি পোশাক শিল্পের উপযোগী প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের জন্য সরকার ILO, DGUV এবং GIZ এই দুটি জার্মান সংস্থার সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রকল্প জাতীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। পরবর্তি পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে চালু ও পর্যালোচনার পর এ প্রকল্প পূর্ণাংগভাবে জাতীয় এবং অন্যান্য শিল্পখাতে সম্প্রসারণ করা হবে।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং পেশাগত স্বাস্থ্য

উন্নয়নে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব:

বাংলাদেশ সরকার পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে সচেতনতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অংশীজনের সহযোগিতায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কানাডা, নেদারল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্যের অর্থসহায়তায় "ইম্প্রুভিং ওয়ার্কিং কন্ডিশন ইন দ্যা আরএমজি সেক্টর" ও "বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশ" নামে দুটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়া আইএলও মার্কিন শ্রম দপ্তরের অর্থায়নে "ইম্প্রুভিং ফায়ার এন্ড জেনারেল বিল্ডিং সেইফটি প্রোজেক্ট" এর মাধ্যমে তৈরি পোশাক খাতে অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সক্ষমতা অর্জন ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করছে।"বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশ" নেদারল্যান্ড, কানাডা, যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে ILO এবং IFC এর একটি যৌথ উদ্যোগ। এ উদ্যোগ শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নয়নে অবদান রাখার পাশাপাশি বাংলাদেশের তৈরি পোশাকখাতে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে। শিল্পক্ষেত্রে সামাজিক ও পেশাগত মান উন্নয়নে এওত দুই বছর মেয়াদী একটি প্রকল্পে কাজ করছে। এ প্রকল্প পোশাক শিল্পখাতে সামাজিক ও পরিবেশগত মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে শিল্প ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হচ্ছে, ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে জিডিপি ও মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয়। এ প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রের বৈশ্বিক, নৈতিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতার আলোকে নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণসহ আন্তর্জাতিক সংস্থা, ক্রেতা সংগঠন, শ্রমিক ও মালিক সংগঠনসহ সকল অংশীজনের ইতিবাচক উদ্যোগকে গ্রহণ করে সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক সুরক্ষা, শোভন কর্ম পরিবেশ, সুস্থ ও স্থিতিশীল শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিক-মালিক, ক্রেতা ও ভোক্তার মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সম্প্রীতির সম্পর্ক সৃষ্টি করবে। এতে শিল্পায়নের সুস্থ ধারার বিকাশ ঘটবে, শক্তিশালী হয়ে উঠবে দেশের অর্থনীতি, গড়ে উঠবে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা।

নব নিয়োগপ্রাপ্ত পরিদর্শকগণের অবহিতকরণ কর্মসূচি
প্রধান অতিথি : জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি.
বিশেষ অতিথি : জনাব মিকাইল শিপার
সভাপতি : জনাব সৈয়দ আহম্মদ
স্থান : শহীদ নূরুল আমিন খান মেমোরিয়াল হল, বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
তারিখ : ২২ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

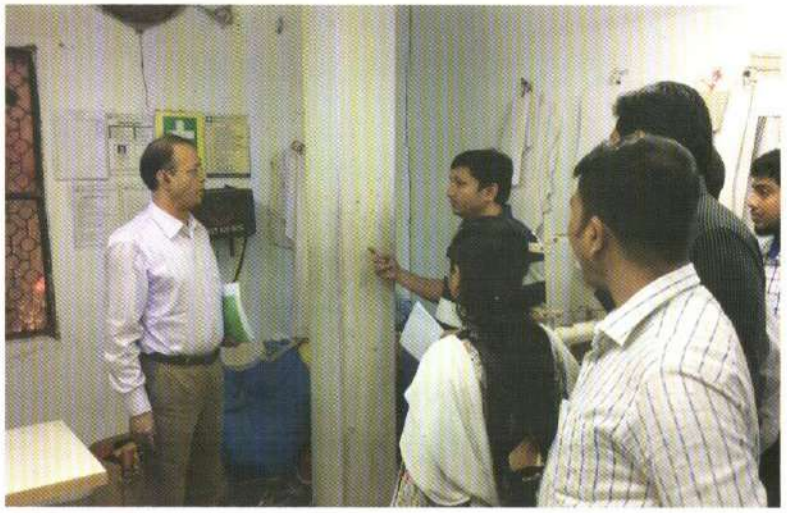

OSH KIT SHARING WORKSHOP
6 OCTOBER 2015, DHAKA
SUPPORTED BY
Canada

বিগত দুই বছরে সরকার ও বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

স্বাধীনতা অর্জনের পর দীর্ঘ এই পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য কলকারখানা, দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান । জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প ও বাণিজ্য সেক্টরের ভূমিকা দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং এ সকল সেক্টরে কাজ করছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারি। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়াধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর শ্রমিকদের নিয়োগ পদ্ধতি, মজুরী প্রদান, কর্মসময় ছাড়া ও পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নসহ শ্রমক্ষেত্রে শৃঙ্খলা সমুন্নত রেখে মালিক, শ্রমিক, সরকার ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করে যাচ্ছে । এরই প্রেক্ষিতে গত দুই বছরে সরকারের অনেক উল্লেখযোগ্য অর্জন রয়েছে ।

- ১৫-০১-২০১৪ তারিখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তর এ উন্নীত করা হয়েছে ।
- জনবল ৩১৪ থেকে ৯৯৩ এ উন্নীত করা হয়েছে যার মধ্যে ৫৭৫ জন পরিদর্শক । বর্তমানে ২৭৭ জন পরিদর্শক কর্মরত আছেন তন্মধ্যে নারী পরিদর্শকের শতকরা হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২০ % ।
- সারাদেশে ২৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকীকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় ৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯টি জেলা অফিস স্থাপন করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে ।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ প্রণয়ন এবং পরবর্তীতে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন করা হয়েছে ।
- ২০১৫ সালে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে ।
- ৫ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩ এবং ৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ জারী করা হয়েছে ।
- এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার আইনের পাশাপাশি ৩৫টি আইএলও কনভেনশন, তন্মধ্যে ০৭ টি মৌলিক কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করেছে ।
- ২০১৪-২০১৫ সালে আইএলও (ILO), জিআইজেড (GIZ) এবং সরকারের উদ্যোগে ৪০ দিনের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ সহ সর্বমোট ৭০টি আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে পরিদর্শককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।
- বিশ্বের ১১টি দেশে ৬৯জন পরিদর্শককে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান

করা হয়েছে ।

- ৩০ শে মার্চ ২০১৪ তারিখে অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইট www.dife.gov.bd চালু এবং ৪৮০৮টি আরএমজি কারখানার প্রয়োজনীয় তথ্যসম্বলিত একটি ডাটাবেস তৈরি করা হয়েছে ।

- পরিদর্শন পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল প্রনয়ণ করা হয়েছে।

- বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের আওতায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত অন-লাইন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে ।

- ১৫,মার্চ ২০১৫ তারিখে একটি হেল্প (Help line) লাইন চালু করা হয়েছে , যার নম্বর হলো ০৮৮০০৪৪৫৫০০০ ।

- জাতীয় ত্রিদলীয় কর্মপরিকল্পনা (National Tripartite Plan of Action) গৃহীত হয় এবং এর আওতায় জাতীয় উদ্যোগ ১৫৪৯ টি, ইউরোপীয় ক্রেতা জোট সংস্থা এ্যার্কড কর্তৃক ১৩৬৮টি এবং উত্তর আমেরিকান ক্রেতা জোট সংস্থা এ্যালায়েন্স কর্তৃক ৮২৯ টি কারখানা ভবনের কাঠামোগত, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

- ০৩টি ইনিশিয়েটিভ কর্তৃক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত কারখানা ভবন পরিবীক্ষণ করে বন্ধ করার সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সরকার একটি রিভিউ প্যানেল গঠন করেছে। রিভিউ প্যানেল এ পর্যন্ত ১৫০ টি কারখানা পরিদর্শন করেছে এবং ৩৯টি কারখানা সম্পূর্ণ এবং ৪২টি কারখানা আংশিক বন্ধ করেছে।

- প্রাথমিক এসেসমেন্ট (Assessment) কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রাথমিক এসেসমেন্ট (Assessment) এর প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ DIFE ওয়েবসাইটে (www.dife.gov.bd) নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে এবং এ পর্যন্ত ২৮০৪ টি প্রতিবেদন আপলোড করা হয়েছে।

- Occupational Safety and Health (OSH) নীতিমালার আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যপ্রনালী সম্পাদনের জন্য সরকার OSH কাউন্সিল গঠন করেছে।

- ২৬ সদস্য বিশিষ্ট OSH ইউনিট গঠন করা হয়েছে যা সেইফটি কমিটি গঠন এবং সেইফটি সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

- ডেনমার্ক সরকারের সহায়তায় মেশিনারী সেইফটি, স্ট্রাকচারাল সেইফটি সহ অন্যান্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর শ্রম আইন, ২০০৬ প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার বাস্তবায়ন বিশেষ করে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সামাজিক ও পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন চর্চার মাধ্যমে শিল্পে শান্তি স্থিতিশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির ত্বরান্বিত করার জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। শ্রমিক, মালিক, ক্রেতা ও ভোক্তার মধ্যে পারস্পরিক আস্থা সম্মান ও সম্প্রীতির সম্পর্ক উন্নয়নে এ অধিদপ্তর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

Canada

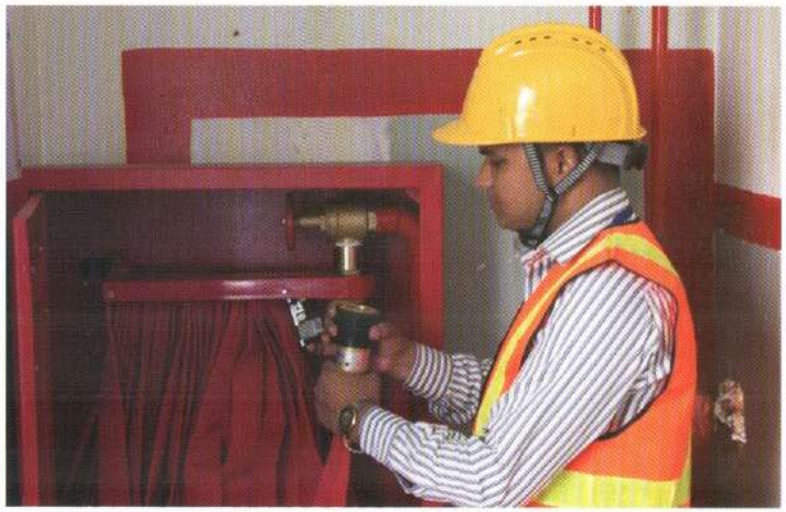

Fire Service
&
Civil Defence

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করণে শ্রমআইনের বিধান সমূহ

প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ৪৫-৫০ ধারা এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর ৩৭-৩৯ বিধিতে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত বিধানসমূহ অনুসারে-

- একজন মহিলা শ্রমিক গর্ভবতী হলে তিনি সন্তান প্রসবের সম্ভাব্য তারিখের পূর্ববর্তী আট সপ্তাহ (৫৬ দিন) এবং সন্তান প্রসবের পরবর্তী আট সপ্তাহ (৫৬ দিন) ছুটি ভোগ করবেন।
- প্রসূতি কালীন ছুটিভোগকালীন সময়ে মালিক কর্তৃক তাকে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা হিসেবে নোটিশ প্রদানের তারিখের পূর্ববর্তী তিন মাসে তার প্রাপ্ত মোট মজুরীকে উক্ত সময়ে তার মোট প্রকৃত কাজের দিনগুলি দ্বারা ভাগ করে তার ভিত্তিতে দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক, যে ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য, গড় মজুরী হারে সম্পূর্ণ নগদে প্রদান করতে হবে।
- প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা পাওয়ার জন্য একজন মহিলা শ্রমিককে সন্তান প্রসবের সম্ভাব্য তারিখের পূর্ববর্তী অন্যূন ছয় মাস সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ধারাবাহিকভাবে কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে এবং এই সুবিধা মাত্র দুইটি জীবিত সন্তান পর্যন্ত ভোগ করতে পারবেন।
- কোন মহিলা শ্রমিকের সন্তান প্রসবের পূর্ববর্তী ছয় মাস এবং সন্তান প্রসবের পরবর্তী আট সপ্তাহ (৫৬ দিন) মেয়াদের মধ্যে তাকে চাকুরী হতে যথেষ্ট কোন কারণ ব্যতীত ডিসচার্জ, বরখাস্ত বা অপসারণ করা হলে তাকে পূর্ণমাত্রায় উপরোক্তভাবে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা প্রদান করতে হবে।
- গর্ভবতী কোন মহিলাকে এমন কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করা, স্থানান্তরিত করা বা পদায়ন করা যাবে না যা দুষ্কর বা শ্রম-সাধ্য অথবা যার জন্য দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় অথবা যা তার জন্য স্বাস্থ্য হানিকর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- একজন গর্ভবতী মহিলা শ্রমিককে কর্মকালীন সময়ে লিফ্ট ব্যবহারের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
- কর্মকালীন সময়ে মালিক বা অন্য কোন শ্রমিক কোন গর্ভবতী মহিলা শ্রমিকের প্রতি এমন কোন আচরণ বা মন্তব্য করবেন না যাতে তিনি শারীরিক বা মানসিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হন বা অপমানিতবোধ করেন।

স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ৫১-৬০ ধারা এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর ৪০-৫২ বিধিতে স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত বিধানসমূহ অনুসারে-

- প্রতিষ্ঠানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং কোন নর্দমা, শৌচাগার বা অন্য কোন জঞ্জাল হতে উত্থিত দূষিত বাষ্প হতে মুক্ত রাখতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের মেঝে, কর্মকক্ষ, সিঁড়ি, যাতায়াতের পথ হতে প্রতিদিন ঝাড়ু দিয়ে ময়লা ও আবর্জনা ঢাকনা দেওয়া বাক্সে এমনভাবে অপসারণ করতে হবে যাতে উক্ত আবর্জনা হতে দুর্গন্ধ বা জীবাণু বিস্তার করতে না পারে।

- প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্ম-কক্ষে নির্মল বায়ু প্রবাহের জন্য পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল ব্যবস্থা রাখতে হবে। উক্তরূপ প্রত্যেক কক্ষে এমন তাপমাত্রা বজায় রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে সেখানে কর্মরত শ্রমিকগণ মোটামুটি আরামে কাজ করতে পারেন এবং যাতে শ্রমিকগণের স্বাস্থ্য হানি রোধ হয়।

- প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন প্রক্রিয়া চলার কারণে যদি কোন ধুলা-বালি বা ধোঁয়া বা অন্য কোন দূষিত বস্তু এমন প্রকৃতির বা এমন পরিমাণে নির্গত হয় যে, তাতে সেখানে কর্মরত শ্রমিকগণের পক্ষে স্বাস্থ্যহানির বা অস্বস্তিকর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তা হলে কোন কর্ম-কক্ষে তা যাতে জমতে না পারে এবং শ্রমিকের প্রশ্বাসের সাথে শরীরে প্রবেশ করতে না পারে তার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার কারণে সৃষ্ট কোন বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- প্রতিষ্ঠানে বাতাসের আর্দ্রতা কৃত্রিম উপায়ে বৃদ্ধির করার প্রয়োজন হলে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পানি সরকারী পানি সরবরাহ ব্যবস্থা হতে বা অন্য কোন পানীয় জলের উৎস হতে সংগ্রহ করতে হবে বা তা ব্যবহারের পূর্বে উপযুক্তভাবে শোধন করতে হবে।

- প্রতিষ্ঠানের কোন কর্ম-কক্ষে কর্মরত শ্রমিকগণের স্বাস্থ্যহানি হয় এই প্রকার অতিরিক্ত ভীড় করা যাবে না, প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য অন্ততঃ ৯.৫ কিউবিক মিটার পরিমাণ জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে এবং শ্রমিকগণের কাজ করা বা যাতায়াত করার স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাভাবিক বা কৃত্রিম বা উভয়বিধ আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

- প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল শ্রমিকের জন্য সুবিধাজনক স্থানে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে। যেখানে দুইশত পঞ্চাশ জন বা ততোধিক শ্রমিক নিযুক্ত থাকেন, সে সকল প্রতিষ্ঠানে গ্রীষ্মকালে পান করার পানি ঠান্ডা করে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও, শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষের ব্যবস্থা এবং আবর্জনা বাক্স ও পিকদানীর যথাযথ ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং এসকল স্থান জীবানুমুক্ত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থায় রাখতে হবে। পান করার পানি সংরক্ষণের স্থানটি প্রতিষ্ঠানে কোন ধৌতাগার, প্রক্ষালন কক্ষ অথবা শৌচাগার হতে অন্যূন ৬ মিটার দূরত্বে স্থাপন করতে হবে।

নিরাপত্তা

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ৬১-৭৮ ধারা এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর ৫৩-৬৭ বিধিতে নিরাপত্তা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত বিধানসমূহ অনুসারে-

- প্রতিষ্ঠানের কোন ভবন বা কোন অংশবিশেষ অথবা এর কোন পথ, যন্ত্রপাতি বা প্ল্যান্ট বা ভবনের অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা মানুষের জীবন বা নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক হলে তা মেরামত বা পরিবর্তন বা নিরাপত্তা নিশ্চিত কল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা বিষয়ে নিশ্চয়তার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে সনদ গ্রহণ করতে হবে।

- প্রতিষ্ঠানে অগ্নিকান্ডের দুর্ঘটনা মোকাবেলা করার জন্য শ্রমিকের কাজের স্থান হতে অনধিক পঞ্চাশ মিটার দূরত্বে অন্যূন ১.১৫ মিটার প্রস্থ এবং ২.০০ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন প্রত্যেক তলার সাথে সংযোগ রক্ষাকারী অন্ততঃ একটি (২০ জনের অধিক সংখ্যক ব্যক্তি নিয়োজিত থাকলে অন্যূন দুইটি) বিকল্প সিঁড়িসহ বহির্গমনের উপায় এবং প্রত্যেক তলায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে।

- প্রতিষ্ঠানের কোন ভবনের কোন কক্ষ থেকে বহির্গমনের পথ তালাবদ্ধ বা আটকিয়ে রাখা যাবে না এবং বহির্গমনের পথ যেন সবসময় সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতামুক্ত থাকে এবং তাৎক্ষণিকভাবে বাইরের দিকে খোলা যায় এরূপ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

- প্রতি তলায় প্রতি ১০০০ বর্গমিটার মেঝে এলাকার জন্য ২০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পানি ভর্তি একটি ড্রামসহ অগ্নি নির্বাপনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং যতদূর সম্ভব প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক শ্রমিককে, অন্তত প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক বিভাগে নিযুক্ত শ্রমিকদের কমপক্ষে ১৮% শ্রমিককে অগ্নিনির্বাপণ জরুরি উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা এবং বহনযোগ্য অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে একজন ট্রেনিং প্রাপ্ত কর্মকর্তা রাখতে হবে।

- প্রতিষ্ঠানে পঞ্চাশ বা ততোধিক শ্রমিক/কর্মচারী নিয়োজিত থাকলে প্রতি বছর অন্ততঃ একবার অগ্নিনির্বাপন মহড়ার আয়োজন করতে হবে এবং অগ্নিকান্ড সম্পর্কে সতর্কতা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

- প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, গতি সম্পন্ন বা ব্যবহারে থাকার সময়, পর্যাপ্ত নির্মাণ ব্যবস্থা দ্বারা মজবুতভাবে ঘিরে রাখতে হবে যেন তা ঝুঁকিমুক্ত হয়। প্রতিষ্ঠানে নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা যথাসম্ভব আবৃত করে রাখাসহ অন্যান্য কার্যকর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। কোন স্থানে যন্ত্রপাতি স্থাপনের ক্ষেত্রে দেওয়াল হতে যন্ত্রের দূরত্ব কমপক্ষে ১ মিটার হতে হবে এবং স্থাপিত যন্ত্র বা যন্ত্রসারির পাশে কমপক্ষে ১ মিটার প্রশস্ত চলাচলের রাস্তা থাকতে হবে। বৈদ্যুতিক বিপদ সম্পর্কে পর্যাপ্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

❖ চলমান যন্ত্রপাতির উপরে বা নিকটে কাজ করার জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আটো-সাটো পোষাক পরিধানককৃত পুরুষ শ্রমিক নিয়োজিত করতে হবে।

❖ স্ট্রাইকিং গিয়ার ও শক্তি সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করার পন্থা এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে।

❖ প্রতিষ্ঠানের ক্রেন, হয়েস্ট, লিফ্ট, কপিকল এবং অন্যান্য উত্তোলন যন্ত্রপাতি পর্যাপ্ত শক্তিশালী ও মজবুত পদার্থ দিয়ে উত্তমরূপে তৈরি হতে হবে, যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং ছয় মাসে অন্ততঃ একবার একজন উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করাতে হবে এবং এরূপ কোন যন্ত্রপাতি দিয়ে এর ক্ষমতার অতিরিক্ত কোন বোঝা বহন করা যাবে না।

❖ প্রতিষ্ঠানে গ্রাইন্ডিং প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় এ রকম প্রত্যেক কক্ষে ব্যবহৃত প্রত্যেক যন্ত্রের গায়ে অথবা তার নিকটে স্থায়ীভাবে প্রয়োজনীয় সর্তকতামূলক নোটিশ লটকিয়ে দিতে হবে। ঘূর্ণায়মান যন্ত্রপাতির অতিরিক্ত গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

❖ প্রতিষ্ঠানের কোন প্ল্যান্ট বা যন্ত্রপাতির কোন অংশ স্বাভাবিক বায়ু চাপ অপেক্ষা অধিক চাপে পরিচালিত হলে তা যেন নিরাপদ চাপ অতিক্রম না করে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

❖ মেঝে, সিঁড়ি এবং যাতায়াত পথ, পিট, সাম্প, সুড়ঙ্গ মুখ নিরাপদভাবে তৈরি করতে হবে এবং তা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

❖ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কোন পুরুষ শ্রমিককে ৫০ কিলোগ্রাম এবং মহিলা শ্রমিককে ৩০ কিলোগ্রাম (যেক্ষেত্রে ওজন বহন করিয়া উপরে উঠতে হয় সেক্ষেত্রে পুরুষ শ্রমিককে ৪০ কিলোগ্রাম এবং মহিলা শ্রমিককে ২৫ কিলোগ্রাম) এর বেশি কোন ভারী জিনিস বহন করতে বাধ্য করা যাবে না।

❖ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন প্রক্রিয়ার কারণে উৎক্ষিপ্ত বা বিচ্ছুরিত কণা বা টুকরা হতে চোখের বিপদের আশংকা থাকলে বা অতিমাত্রায় আলো বা উত্তাপের কারণে চোখের ক্ষতির আশংকা আশংকা থাকলে যথোপযুক্ত সেইফটি চশমা, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে হ্যান্ড শিল্ড বা চোখাবরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

❖ বিপজ্জনক ধোঁয়া দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে প্রতিষ্ঠানের এমন কোন কক্ষ, আঁধার, চৌবাচ্চা, গর্ত, পাইপ, ধূমপথ বা অন্য কোন সীমাবদ্ধ স্থানে কোন ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারবেন না বা তাকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না যদি না সেখান থেকে বাহির হওয়ার কার্যকর ব্যবস্থা থাকে বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যূন ৪০.৬৫ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য এবং ৩০.৫০ সেন্টিমিটারের প্রস্থ বিশিষ্ট আয়তাকার বা ডিম্বাকার অথবা ৪০.৬৫ সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট গোলাকার ম্যানহোল এর ব্যবস্থা থাকে।

এছাড়াও উক্ত স্থানের বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা অন্যূন ১৯ শতাংশ থাকে এবং সেখানে পানি আবদ্ধ অবস্থায় থাকা বা পানি প্রবেশের ঝুঁকি থাকে না এবং সহজে উঠা নামার জন্য প্রবেশমুখ হতে তলা পর্যন্ত স্থায়ী গাথুনির মইয়ের ব্যবস্থা থাকে।

❖ প্রতিষ্ঠানে কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ার কারণে উত্থিত গ্যাস, ধোঁয়া, বাষ্প বা ধুলা এমন প্রকৃতির বা এমন পরিমাণের হয় যে, তা বিস্ফোরিত বা প্রজ্জ্বলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সে ক্ষেত্রে উক্তরূপ বিস্ফোরণ বন্ধ করার জন্য কার্যকর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

❖ প্রতিষ্ঠানে যে সকল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত শ্রমিকের দৈহিক ক্ষতি অথবা জখমের আশংকা রয়েছে সেসকল ক্ষেত্রে মালিকপক্ষ কর্তৃক শ্রমিকগণের ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য সেইফটি স্যুজ, হেলমেট, গগলস, মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, ইয়ার মাফ ও ইয়ার প্লাগ, কোমর বন্দ, এপ্রোন, প্রভৃতিসহ সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা উপকরণ সরবরাহ ও উক্ত সামগ্রী ব্যবহারের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য বিধি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে বিশেষ বিধান

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ৭৯-৮৮ ধারা এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর ৬৮-৭৫ বিধিতে স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য বিধি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে বিশেষ বিধান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত বিধানসমূহ অনুসারে-

- প্রতিষ্ঠানের কোন কর্ম (বিধি ৬৮ এর উপবিধি ১ এ বর্ণিত কর্মসমূহ) পরিচালনায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তির সাংঘাতিক শারীরিক জখম, বিষাক্রান্ত বা ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এরূপ ক্ষেত্রে মহিলা, কিশোর এবং শিশুদের উক্ত কাজে নিয়োগ করা যাবে না এবং এরূপ কাজের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিয়োগের সময় এবং নিয়োজিত থাকাকালীন সময়ে প্রতি বছর অন্তত একবার মালিকের খরচে একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে উক্ত কাজের জন্য তার সক্ষমতা যাচাই করতে হবে। উপরিউক্ত বিপজ্জনক কাজসমূহের জন্য শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিদর্শকের পরামর্শক্রমে শ্রমিকদের পুষ্টিকর টিফিনের বা নাস্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

- মালিক তার প্রতিষ্ঠানে মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাযথ সর্তকতা সম্পর্কিত লিখিত নোটিস এম এস ডি এস (Material Safety Data Sheet) সহজে সকলের দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে প্রদর্শন করবেন।

- প্রতিষ্ঠানে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে, যাতে প্রাণহানি বা শারীরিক জখম হয়, অথবা দুর্ঘটনাজনিত বিস্ফোরণ, প্রজ্জ্বলন, অগ্নিকান্ড, সবেগে পানি প্রবেশ বা ধুম্র উদ্গীরণ ঘটে, তা হলে মালিক পরিদর্শককে পরবর্তী দুই কর্ম দিবসের মধ্যে তৎসম্পর্কে নোটিশ মারফত অবহিত করবেন।

- প্রতিষ্ঠানে বিস্ফোরণ, অগ্নিকাণ্ড, গৃহধ্বস অথবা মেশিনে গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটলে, তাতে কোন শারীরিক জখম হোক বা না হোক, মালিক পরবর্তী তিন কর্মদিবসের মধ্যে তৎসম্পর্কে নোটিশ মারফত পরিদর্শককে অবহিত করবেন।

- প্রতিষ্ঠানের কোন শ্রমিক পেশা বিষয়ক ও বিষক্রিয়াজনিত কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে বা হওয়ার সন্দেহ দেখা দিলে মালিক বা সংশ্লিষ্ট শ্রমিক বা তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তা নোটিশ মারফত পরিদর্শককে অবহিত করবেন।

- প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনা জনিত বিস্ফোরণ, প্রজ্জ্বলন, অগ্নিকান্ড বা সবেগে পানি প্রবেশ বা অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটলে অথবা কোন শ্রমিক পেশা বিষয়ক ও বিষক্রিয়াজনিত কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে বা হওয়ার সন্দেহ দেখা দিলে সরকার উপযুক্ত মনে করলে উক্তরূপ দুর্ঘটনা বা ব্যাধির উদ্ভবের কারণ ও তৎসম্পর্কিত পরিস্থিতি সম্বন্ধে আনুষ্ঠানিক তদন্ত করার নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন।

❖ কোন পরিদর্শকের নিকট যদি এমন প্রতীয়মান হয় যে প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত বা ব্যবহারের জন্য আনীত কোন বস্তু এই আইন বা কোন বিধির খেলাপ করে ব্যবহার করা হচ্ছে বা উক্তরূপ বস্তুসমূহের ব্যবহার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণের শারীরিক ক্ষতি বা স্বাস্থ্যহানি ঘটাতে পারে তাহলে তিনি প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কর্ম সময়ে, মালিককে সংবাদ দিয়ে উক্তরূপ বস্তুর নমুনা সংগ্রহ করতে পারবেন।

❖ এই আইনে কোন বিষয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বিধান নেই এরূপ কোন ক্ষেত্রে, যদি পরিদর্শকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিষ্ঠান বা এর অংশ বিশেষ বা এর সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যাপার বা রীতি মানুষের জীবন ও নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক, অথবা এমন ত্রুটিপূর্ণ যে তা মানুষের শারীরিক ক্ষতি করতে পারে, তাহলে তিনি লিখিত নোটিশ দ্বারা তৎসম্পর্কে মালিককে অবহিত করতে পারবেন এবং নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ও পদ্ধতিতে, যে যে কারণে তা বিপজ্জনক বা ক্ষতিকারক বা ত্রুটিপূর্ণ তা দূরীভূত করার নির্দেশ দিতে পারবেন।

❖ প্রতিষ্ঠানের কোন বিপজ্জনক ভবন এবং যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে কোন শ্রমিক কর্তৃক মালিককে লিখিতভাবে অবহিত করার পরও মালিক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে এবং তৎপরবর্তীতে উক্তরূপ ভবন বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার কারণে কোন শ্রমিক জখম প্রাপ্ত হলে মালিক অনুরূপ জখম প্রাপ্ত শ্রমিককে এই আইনের অধীন প্রদেয় ক্ষতিপূরণের দ্বিগুণ হারে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

❖ সরকার কর্তৃক ঘোষিত কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ বা কোন যন্ত্রপাতি চালু আবস্থায় তা পরিষ্কার করার জন্য বা তাতে তেল দেওয়ার জন্য বা তাকে সুবিন্যস্ত করার জন্য বা কোন বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির কাজে বা ভূগর্ভে এবং পানির নীচে কোন কিশোর এবং মহিলা শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে না।

কল্যাণমূলক ব্যবস্থা

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ৮৯-৯৯ ধারা এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর ৭৬-৯৮ বিধিতে কল্যাণমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ বিধান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত বিধানসমূহ অনুসারে-

- প্রতিষ্ঠানে সকল কর্ম সময়ে যাতে সহজে পাওয়া যায় এমনভাবে বিধি ৭৬ এ বর্ণিত সরঞ্জামাদি সমৃদ্ধ প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স বা আলমিরার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

- কারখানায় বা প্রতিষ্ঠানে তিনশ বা ততোধিক শ্রমকি নিয়োজিত থাকলে সেখানে ডিসপেনসারিসহ চিকিৎসা কক্ষ কমপক্ষে একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের দায়িত্বে থাকবে এবং তাকে সহায়তা করিবার জন্য অন্যূন একজন প্রশিক্ষিত কম্পাউন্ডার বা মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট, নার্স এবং অধস্তন কর্মচারী থাকবেন। এক্ষেত্রে, প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা তিন হাজারের অধিক হইলে অন্যূন দুইজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক ও তাদেরকে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট এবং নার্স রাখতে হবে এবং উক্তরূপ চিকিৎসা কক্ষে পর্যাপ্ত চিকিৎসা সরঞ্জামাদি এবং অন্যান্য সহায়ক সরঞ্জামাদি থাকবে।

- একই মালিকের অধীন যে সকল প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহ একই ভবনে বা একই স্থানে অবস্থিত সেইখানে পাঁচ হাজার বা ততোধিক শ্রমিক-কর্মচারী কর্মরত থাকলে প্রতিষ্ঠানের মালিক পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবেন এবং এরূপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে শ্রমিকদের কাজ চলাকালীন সময়ে চিকিৎসা করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক এবং প্রশিক্ষিত কম্পাউন্ডার বা মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট, নার্স এবং অধস্তন কর্মচারী থাকবেন।

- প্রতিষ্ঠানে ৫০০ জন বা ততোধিক সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত থাকলে সেখানে একজন কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা দুই হাজারের অধিক হলে প্রতি দুই হাজার এবং অতিরিক্ত ভগ্নাংশের জন্য একজন করিয়া অতিরিক্ত কল্যাণ কর্মকর্তা।

- পঁচিশ জনের অধিক শ্রমিক সম্বলিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাধ্যতামূলক সেইফটি রেকর্ড বুক ও সেইফটি বোর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। সেইফটি বুকে লিপিবিদ্ধ প্রধান প্রধান তথ্যসমূহ সকলের দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে টাঙ্গানো সেইফটি তথ্য বোর্ডে প্রদর্শন করতে হবে।

- পঞ্চাশ বা ততোধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে এমন প্রত্যেক কারখানা/প্রতিষ্ঠানে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সমসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে সর্বনিম্ন ৬ (ছয়) থেকে সর্বোচ্চ ১২ (বার) সদস্যের একটি সেইফটি কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত কমিটিতে একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি, একজন সদস্য-সচিব ও সদস্যগণ থাকবেন এবং কমিটির মেয়াদ হবে কমিটির প্রথম সভার তারিখ হতে ২ (দুই) বৎসর।

❖ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকগণের ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত গোসলখানা ও ধৌত করণের সুবিধা পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকগণের জন্য স্বতন্ত্রভাবে যথাযথভাবে পর্দাঘেরা অবস্থায় রাখতে হবে এবং তা নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের করতে হবে।

❖ প্রতিষ্ঠানে সাধারণত ১০০ (একশত) জনের অধিক শ্রমিক নিযুক্ত থাকলে মালিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট শ্রমিকের অন্তত শতকরা ১০ (দশ) জনের স্থান সংকুলান সুবিধা এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক বাসন-কোসন, চামচ, আসবাবপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামের ব্যবস্থা সম্বলিত ক্যান্টিনের ব্যবস্থা করবেন। ক্যান্টিন যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিষ্ঠানের মালিক কর্তৃক মনোনীত এবং প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকদের মতামতের ভিত্তিতে মনোনীত সমসংখ্যক ব্যক্তির সমন্বয়ে ক্যান্টিন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।

❖ প্রতিষ্ঠানে সাধারণত ৫০ (পঞ্চাশ) জনের অধিক শ্রমিক নিযুক্ত থাকলে মালিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট শ্রমিকের অন্তত শতকরা ১৫ (পনের) জনের স্থান সংকুলান সুবিধা সম্বলিত খাবার কক্ষ এবং বিশ্রাম কক্ষের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

❖ প্রতিষ্ঠানে চল্লিশ বা ততোধিক মহিলা শ্রমিক নিয়োজিত থাকলে তাদের ৬ (ছয়) বছরের কম বয়সী শিশু সন্তানদের ব্যবহারের জন্য এক বা একাধিক উপযুক্ত কক্ষের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। এরূপ শিশু কক্ষে থাকা প্রতিটি শিশুর জন্য প্রতিদিন ০.২৫ লিটার দুধ এবং পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করতে হবে।

❖ প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা থাকলে আবাসন বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শ্রমিকগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

❖ প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১০০ জন স্থায়ী শ্রমিক কর্মরত থাকলে মালিক প্রচলিত বীমা আইন অনুযায়ী গ্রুপ বীমা চালু করবেন যা শ্রমিকের মৃত্যু এবং স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এরূপ গ্রুপ বীমার বাৎসরিক প্রিমিয়াম মালিক পরিশোধ করবেন এবং এইজন্য শ্রমিকের মজুরি হতে কোন কর্তন করা যাবে না।

দুর্ঘটনাজনিত কারণে জখমের জন্য ক্ষতিপূরণ

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ১৫০-১৭৪ ধারা এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর ১৩৪-১৬৬ বিধিতে দুর্ঘটনাজনিত কারণে জখমের জন্য ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ বিধান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত বিধানসমূহ অনুসারে-

- চাকুরী চলাকালে চাকুরী হতে উদ্ভূত দুর্ঘটনার ফলে যদি কোন শ্রমিক শরীরে জখমপ্রাপ্ত হন তা হলে মালিক তাকে এই কতিপয় শর্তসাপেক্ষে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হবে জখমের ফলে মারা গেরে নগদ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টকা এবং স্থায়ী সম্পূর্ণ অক্ষমতার ক্ষেত্রে ১,২০,০০০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা)। এছাড়াও আংশিক অক্ষমতার ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে ক্ষতিপূরণ পাবেন। ক্ষতিপূরণের টাকা দুর্ঘটনা ঘটার ২ (দুই) বছরের মধ্যে দাবী করতে হবে।

- কোন মৃত শ্রমিকের ক্ষেত্রে মৃতের দাফন-কাফন বা চিকিৎসা, মৃত দেহ পরিবহন বাবদ কোন অর্থ প্রদান করা হলে মালিক কর্তৃক অগ্রিম প্রদানকৃত কোন অর্থ কিংবা শ্রম আদালতের মাধ্যমে পোষ্যকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ হতে উক্ত অর্থ কর্তন করা যাবে না।

- দুর্ঘটনাজনিত কারণে জখমের জন্য ক্ষতিপূরণের টাকা অন্য কোন দাবীর সাথে কাটা-কাটি করা যাবে না এবং এই টাকা চাকুরী সংক্রান্ত অন্য যে কোন ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত হবে।

- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকের চিকিৎসা মালিকের তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং মালিক তার ব্যয় বহন করবেন। যে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ হিসাবে মাসিক ভাতা পাচ্ছেন তাকে দুর্ঘটনার পরের মাসে দুইবার এবং পরবর্তী মাসগুলিতে একবারের অধিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তার আবাসস্থলের বাহরে যেতে বাধ্য করা যাবে না।

- কোন শ্রমিক কোন দুর্ঘটনার নোটিশ প্রদান করলে মালিক নোটিশ জারীর তিন দিনের মধ্যে বিনা খরচে কোন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক দ্বারা শ্রমিককে পরীক্ষা করাবেন এবং উক্ত শ্রমিক উক্তরূপ পরীক্ষার জন্য নিজেকে হাজির করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, শ্রমিকের দুর্ঘটনা বা অসুস্থতা গুরুতর হলে, শ্রমিক যেখানে অবস্থান করছেন মালিক সেখানে তাকে পরীক্ষা করাবার ব্যবস্থা করবেন।

- প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১০ জন শ্রমিক কর্মরত থাকলে মালিক শ্রমিকদের জন্য যৌথ বীমা কর্মসূচির অধীনে দুর্ঘটনাজনিত বীমা স্কীম চালু ও বাস্তবায়ন করতে পারবেন এবং উক্তরূপ দুর্ঘটনা বীমা স্কীম হতে প্রাপ্ত সুবিধাদি বা অর্থ শ্রমিকের চিকিৎসা কাজে ব্যয় করতে হবে।

Personal Protective Equipment (PPE)
For Labour Inspectors

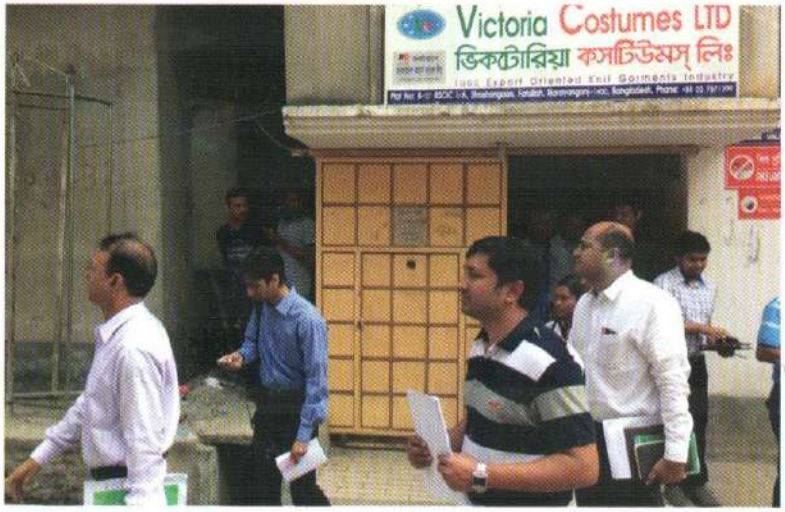
Victoria Costumes LTD
ভিক্টোরিয়া কসটিউমস্ লিঃ

নব নিয়োগপ্রাপ্ত পরিদর্শকগণের অবহিতকরণ ক
জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি.

10/03/2015

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা

১. পটভূমি:

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পরিবেশ সুরক্ষাসহ উৎপাদন ও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশ একটি দ্রুত উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে শিল্প ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হচ্ছে। সে সঙ্গে শিল্প ও কলকারখানাসহ বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু কর্মস্থলে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি এবং কর্মপরিকল্পনা এখনো গৃহীত হয়নি। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করার বিষয়টি একটি মাল্টি সেক্টরাল ইস্যু। কাজেই পেশাগত স্বাস্থ্য সেইফটি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সম্মিলিত আন্তরিক প্রয়াস প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রধান স্টেকহোল্ডার্স মালিক এবং শ্রমিক। উভয়ই পারস্পরিকভাবে সুবিধাভোগী। শ্রমিকের শ্রমের ওপর মালিকের ব্যবসা নির্ভরশীল। অন্যদিকে মালিকের ব্যবসার সঙ্গে শ্রমিকের জীবন ও জীবিকা সম্পৃক্ত। কর্মস্থলে দুর্ঘটনাজনিত কারণে শ্রমিক পরিবারে নিদারুণ দুর্ভোগ নেমে আসে। অন্যদিকে পেশাগত দুর্ঘটনা বা রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে শ্রমিকের কর্মস্থলে অনুপস্থিতি এবং প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ ব্যয় বৃদ্ধি পায়। তদুপরি নতুন শ্রমিক নিয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন/কার্যসম্পাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়, সেসঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সুনামও বিনষ্ট হয়। কাজেই নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে মালিকের "হেলদি ওয়ার্কপ্লেস" (Healthy Workplace), "ডিসেন্ট ওয়ার্ক" (Decent Work), ও "গ্রীন জবস" (Green Jobs), নিশ্চিত করার জন্য কিছু আর্থিক বিনিয়োগ প্রয়োজন হলেও পরিশেষে মালিক এ উদ্যোগের ফলে লাভবানই হয়ে থাকেন। মুক্তবাজার ভিত্তিক বিশ্ব অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশীয় শিল্প সমূহের স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরী। আর এই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহার এবং দক্ষ শ্রমশক্তির সাথে কর্মস্থলের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ। কাজেই সরকারী এবং বেসরকারী সকল পর্যায়েই কর্মস্থলের নিরাপদ পরিবেশ ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সব ধরনের আইন ও পরিবেশগত উদ্যোগ ও

বিনিয়োগ একান্ত আবশ্যক এবং তা সকল পক্ষের জন্যই কল্যাণকর। অধিকাংশ পেশাগত দুর্ঘটনা ও মৃত্যু এড়ানো সম্ভব যদি নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিকগণ কর্মস্থলে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ঝুঁকি সম্পর্কে সজাগ থেকে তা হ্রাস করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের শ্রমিকগণ সাধারনত শিক্ষা ও জ্ঞানে অনগ্রসর। কাজেই মালিক পক্ষের / প্রতিষ্ঠানেরই এক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা ও শ্রমিকদেরকে সেই নিরাপত্তা উদ্যোগে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্ট নেয়া কর্তব্য। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা সমন্বয়পূর্বক পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সেইফটি বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক এবং তদারকি ভূমিকা পালন করা সরকারের দায়িত্ব। নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিকের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭, অনুচ্ছেদ ১৪ এবং অনুচ্ছেদ ২০ এ সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন ১৫৫, ১৮৭, ১৬১, প্রটোকল ১৫৫ এবং সুপারিশমালা ১৬৪ ও ১৯৭ এ কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত অভিবাসী শ্রমিক কনভেনশন ১৯০, সম্প্রতি ঘোষিত আইএলও কনভেনশন ১৮৯ এবং সার্বজনিন মানবাধিকার ঘোষণাও অন্যতম দলিল। অধিকন্তু ২০০৭ সনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ষাটতম সম্মেলনে Global Plan of Action on Workers Health 2008-2017 বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৫টি উদ্দেশ্য (Objective) নির্ধারণ করা হয়েছে।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রের বৈশ্বিক, নৈতিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতার আলোকে নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালার গুরুত্ব অপরিসীম। এ নীতিমালাটি বাস্তবায়িত হলে কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং শিল্পসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। সেই সাথে জাতীয় প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি, স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জনে সহায়ক হবে।

২. নীতিমালার অধিক্ষেত্র :

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতভূক্ত শিল্প, কলকারখানা, প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিখাত, কৃষিভিত্তিক খামার ও অন্যান্য সকল কর্মস্থল এর আওতাভুক্ত।

৩. নীতিমালার লক্ষ্য :

নীতিমালার সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত সকল ব্যক্তির কর্মপরিবেশের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ব্যবস্থার উন্নয়ন, যাতে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে মৃত্যু, জখম হওয়া বা রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া ক্রমাগতভাবে হ্রাস পায় এবং সেইসঙ্গে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও বৈশ্বিক দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়।

(ক) নৈতিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতাসমূহ (Obligations)

(১) কর্মস্থলে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকভাবে ঘোষিত বিভিন্ন কনভেনশন/ঘোষণা/ রিকমন্ডেশন/দলিল এর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২) নিরাপদ কর্মস্থল ও পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জাতীয়ভাবে প্রণীত বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধান কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ।

(৩) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ঝুঁকি চিহ্নিত করা।

(৪) প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের আওতাভূক্ত সকল কর্মস্থলে নিয়োজিত ব্যক্তিকে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা, স্বাস্থ্য ও সেইফটি ঝুঁকি সম্পর্কে প্রাক অবহিত করা।

(৫) প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত প্রযুক্তি, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তির জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(৬) ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক ও অন্যান্য পদার্থ/দ্রব্যাদি পরিবহন, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

(৭) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য (দুর্ঘটনার সংখ্যা, জখম হওয়ার সংখ্যা, অঙ্গহানির সংখ্যা, রোগাক্রান্ত ও স্বাস্থ্যহানির সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা, চিকিৎসা পাওয়ার সংখ্যা, ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির সংখ্যা, এ সংক্রান্ত মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির সংখ্যা ইত্যাদি) সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(৮) সংগৃহীত তথ্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহার করা।

(৯) কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেইফটি বিশেষজ্ঞ তৈরীর ব্যবস্থা করা।

(১০) পেশাগত ব্যাধি সনাক্তকরণে সক্ষম বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরী এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

(১১) দুর্ঘটনার পর শ্রমিক এর চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

(১২) ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক এর কর্মক্ষমতা অনুযায়ী তাঁকে কর্মক্ষেত্রে পুনর্বাসন করা।

(১৩) সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার নিজস্ব নীতিমালা ও কার্যক্রমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইস্যু অন্তর্ভূক্ত করা।

(১৪) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত বিভিন্ন ইস্যুতে জাতীয় মান (National Standards) নির্ধারণ করা।

(১৫) সময়ে সময়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত সকল আইন পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা।

৪. স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা/দায়িত্ব (Stakeholders Responsibility) :

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের বিষয়টি বহুমাত্রিক ও ব্যাপক। কাজেই এ প্রচেষ্টার সাফল্য সকল স্টেকহোল্ডারদের সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রয়াস এবং সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের ওপর নির্ভরশীল। উল্লেখিত লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের প্রাথমিক দায়িত্ব বিন্যাস নিম্নে উল্লেখ করা হল:

(ক) সরকারের ভূমিকা/দায়িত্বাবলী:

(১) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ঝুঁকি এবং ঝুঁকিপূর্ণ অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিত করা।

(২) জাতীয় নীতিমালা ও আইনি কাঠামোর উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন।

(৩) জাতীয় আইন ও বিধি-বিধানসমূহের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত টেকসই কর্মকৌশল গ্রহণ করা।

(৪) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক জাতীয় প্রোফাইল তৈরী করা।

(৫) স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়মিত পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৬) জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম এবং কার্যক্রমের লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, ও অনুরূপ অন্যান্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করা।

(৭) কর্মস্থলে নারী শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করা, বিশেষ করে সন্তানসম্ভবা নারী শ্রমিকদের জন্য কর্মস্থলে বিশেষ স্বাস্থ্য সুবিধাদি নিশ্চিত করা।

(৮) পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য (দুর্ঘটনার সংখ্যা, জখম হওয়ার সংখ্যা, অঙ্গহানির সংখ্যা, রোগাক্রান্ত ও স্বাস্থ্যহানির সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা, চিকিৎসা পাওয়ার সংখ্যা, ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির সংখ্যা, এ সংক্রান্ত মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির সংখ্যা ইত্যাদি) সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। এতদ্‌বিষয়ে জরিপ/গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(৯) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের জন্য সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা।

(১০) নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেইফটি বিশেষজ্ঞ তৈরীর ব্যবস্থা ও কর্মস্থলে নিয়োগের জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

(১১) পেশাগত ব্যাধি সনাক্তকরণে সক্ষম বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরী এবং তাদের পেশাগত দক্ষতা যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান।

(১২) দুর্ঘটনার পর শ্রমিকের চিকিৎসা সেবা ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের কর্মক্ষমতা অনুযায়ী তাঁকে কর্মক্ষেত্রে পুনর্বাসন করা।

(১৩) সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার নিজস্ব নীতিমালা ও কার্যক্রমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইস্যু অন্তর্ভূক্ত করা।

(১৪) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত বিভিন্ন ইস্যুতে জাতীয় মান (National Standard) নির্ধারণ করা।

(১৫) দেশের বিভিন্ন শ্রমঘন স্থানে শ্রম আদালত স্থাপন যাতে শ্রমিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংশ্লিষ্ট বাধ্যবাধকতাগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে আদালতের শরণাপন্ন হতে পারে।

(১৬) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত যন্ত্রপাতির ওপর আমদানি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর মওকুফের বিষয়টি বিবেচনা করা।

(১৭) ঝুঁকিপূর্ণ অনানুষ্ঠানিক খাতসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১৮) এ নীতিমালার লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা আহবান, সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান।

(১৯) জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, নির্মাণ কাজ, পোশাক শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, রাইস মিল, রি-রোলিং মিল, পরিবহন খাত, বিকাশমান খনি শিল্প ও অন্যান্য দুর্ঘটনা প্রবণ শিল্পের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা হ্রাসে জরুরী প্রদক্ষেপ গ্রহণ।

(২০) সময়ে সময়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত সকল আইন ও বিধি-বিধান পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা।

(২১) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত আইএলও (ILO) কনভেনশনগুলোকে অনুসমর্থন করা এবং পেশাগত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) এর এ সংক্রান্ত ঘোষণা এবং নীতিমালাসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(২২) সরকারি নির্মাণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী নির্মাণ প্রতিষ্ঠানকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতি অনুসরণ নিশ্চিত করার শর্ত আরোপ করা।

(২৩) অন্যান্য অংশগ্রহণকারীর সাথে সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন খাতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের প্রচলন এবং সর্বোত্তম অনুশীলনকে স্বীকৃতি প্রদান।

(২৪) যে সকল প্রতিষ্ঠান পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে আইন অনুসরণ ও চর্চা করে তাদেরকে অধিকতর আর্থিক সহযোগিতা করা।

(২৫) প্রতি বছর ২৮ এপ্রিল এ 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' রাষ্ট্রীয়ভাবে উদযাপন।

(২৬) সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেল ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে প্রচারণা চালানো।

(২৭) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম পাঠ্যসূচীতে স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়টিকে অন্তর্ভূক্ত করা।

(২৮) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য দেশে ও বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা ও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(২৯) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহের সাথে একত্রে কাজ করা।

(৩০) সরকারি বড় বড় হাসপাতালসমূহে পেশাগত ব্যাধি এবং পেশাগত স্বাস্থ্য সমস্যা বিষয়ে পৃথক ইউনিট স্থাপন করা।

(৩১) জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুরক্ষা ইনস্টিটিউট যেন অন্যান্য কাজের মধ্যে কর্মজনিত রোগ নিয়ে গবেষণা, প্রাসঙ্গিক স্বাস্থ্য সমস্যা বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দান এবং কর্মজনিত রোগীদের বিশেষভাবে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা দিতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

(৩২) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে আধুনিকায়ন ও শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৩৩) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে পরিদর্শক পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(৩৪) পেশাগত ব্যাধি সনাক্তকরণে অক্যুপেশনাল হেলথ সার্ভিলেন্স (surveillance) কর্মকান্ড পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) মালিক সংগঠনের/সমিতির ভূমিকা/দায়িত্বাবলী:

১. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, শ্রম আইন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের বিধান বাস্তবায়নে মালিকগণকে উৎসাহিত করা।

২. সদস্য সংগঠনসমূহকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে আলোচনা, পরামর্শ প্রদান এবং সময়ে সময়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৩. নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময় ভিত্তিক নির্দিষ্ট কার্যক্রম প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন মনিটর করা।

৪. নীতিমালা বাস্তবায়নকারী মালিকদের গৃহীত কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং বিশেষ প্রণোদনা স্কীম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৫. ত্রিপক্ষীয় ফোরামে এবং বাংলাদেশ শিল্প স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কাউন্সিল-এর কাজে অংশগ্রহণ করা।

৬. জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সুরক্ষা নীতিমালার আলোকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৭. মালিক সংগঠনসমূহে বিশেষ পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইউনিট/সেল গড়ে তোলা। উক্ত ইউনিট/সেল কর্তৃক পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক ধ্যান-ধারণাকে হালনাগাদ করা এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

৮. প্রত্যেক মালিককে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য (দুর্ঘটনার সংখ্যা, জখম হওয়ার সংখ্যা, অঙ্গহানির সংখ্যা, রোগাক্রান্ত ও স্বাস্থ্য হানির সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা, চিকিৎসা পাওয়ার সংখ্যা, ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির সংখ্যা, এ সংক্রান্ত মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির সংখ্যা ইত্যাদি) সংগ্রহ ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা।

৯. প্রত্যেক মালিক কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহার করা।

১০. দুর্ঘটনার পর শ্রমিক এর চিকিৎসা সেবা ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

১১. ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক এর কর্মক্ষমতা অনুযায়ী তাকে কর্মক্ষেত্রে পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।

১২. কর্মস্থলে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি সনাক্তকরণে (workplace related diseases/ occupational health problem) নির্দিষ্ট সময় অন্তর কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার (periodic medical examination) ব্যবস্থা করা।

১৩. পেশাগত ব্যাধি সনাক্তকরণে অক্যুপেশনাল হেলথ সার্ভিলেন্স (surveillance) কর্মকান্ডে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।

(গ) ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা/দায়িত্বাবলী :

১. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত আইন এবং শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মস্থলের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত থাকা ও শ্রমিক কর্মচারীদের অবহিত করা।

২. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক আইন মেনে চলার প্রতি ইউনিয়নের সদস্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

৩. শ্রমিক কর্মচারীদের স্বাস্থ্য ও সেইফটির লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপে অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

৪. প্রতিটি ট্রেড ইউনিয়নে একটি সেইফটি ইউনিট গড়ে তোলা যার দায়িত্ব হবে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক ধ্যান-ধারণাকে হালনাগাদ করা এবং কর্মচারীদের পক্ষে সরকার ও নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে একত্রে কাজ করা।

৫. স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত সকল দ্বি-পাক্ষিক এবং ত্রি-পাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করা।

৬. জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।

৭. পেশাগত ব্যাধি সনাক্তকরণে অক্যুপেশনাল হেলথ সার্ভিলেন্স (surveillance) কর্মকান্ডে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।

(ঘ) নিয়োগকর্তা ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা/দায়িত্বাবলী :

১. কারখানা নির্মাণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা মানদন্ড নিশ্চিত করা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপদ কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত সকল মানদন্ড ও বিধি-বিধান এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

২. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা এবং কর্মস্থলে নিয়োজিত সকল ব্যক্তিকে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা, স্বাস্থ্য ও সেইফটি ঝুঁকি সম্পর্কে প্রাক অবহিত করা।

৩. প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত প্রযুক্তি, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তির জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৪. ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক ও অন্যান্য পদার্থ/দ্রব্যাদি পরিবহন, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৫. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য (দুর্ঘটনার সংখ্যা, জখম হওয়ার সংখ্যা, অঙ্গহানির সংখ্যা, রোগাক্রান্ত ও স্বাস্থ্যহানির সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা, চিকিৎসা পাওয়ার সংখ্যা, ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির সংখ্যা, এ সংক্রান্ত মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির সংখ্যা ইত্যাদি) সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৬. সংগৃহীত তথ্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহার করা।

৭. প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, নিরাপত্তা নির্দেশনা প্রদান এবং যখন কর্মক্ষেত্রে অন্য কোনভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় তখন ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment-PPE) সরবরাহ করা এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৮. নিরাপদ কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন ও অনুশীলন নিশ্চিত করা।

৯. কর্মস্থলে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও সেইফটি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

১০. জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালার আলোকে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতি প্রণয়ন এবং কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১১. কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের (অধিদপ্তর) পরিদর্শন সংক্রান্ত কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা।

১২. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সুরক্ষা বিষয়ক সকল আইনী বিধান মেনে চলা, বিশেষ করে বাংলাদেশ শ্রম আইন, শ্রম বিধি, বয়লার আইন, বিস্ফোরক আইন, পরিবেশ আইন, বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনের বিধান বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

১৩. দুর্ঘটনার পর শ্রমিকের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

১৪. কর্মস্থলে নারী শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

১৫. সরকার এবং মালিক সংগঠন কর্তৃক এ বিষয়ে প্রদত্ত সকল নির্দেশনা প্রতিপালনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৬. পেশাগত ব্যাধি সনাক্তকরণে অক্যুপেশনাল হেলথ সার্ভিলেন্স (surveillance) কর্মকান্ডে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।

(ঙ) শ্রমিক-কর্মচারীদের ভূমিকা/দায়িত্বাবলী :

১. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সুরক্ষায় কর্তৃপক্ষ/নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা মেনে চলা এবং সরবরাহকৃত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি (PPE) ব্যবহার করা।

২. নিজের ও সহকর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সেইফটির প্রতি যত্নবান হওয়া।

৩. কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ সকল কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা।

৪. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য সকল সুযোগ গ্রহণ এবং প্রাপ্ত জ্ঞান দৈনন্দিন কাজে প্রয়োগ করা।

৫. স্বাস্থ্যগত কোন সমস্যা অনুভূত হলে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা এবং চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া।

৬. কর্মক্ষেত্রে কোন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা পরিলক্ষিত হলে তা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।

৫. বাস্তবায়ন কর্মকৌশল :

১. স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায় এ নীতিমালাকে বাস্তবায়ন করার মূল দায়িত্ব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের। উক্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট করে সরকারি ও বেসরকারি সকল স্টেকহোল্ডারদের যুক্ত করে সমন্বিতভাবে এ কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে হবে।

২. এ নীতিমালা অনুমোদনের ছয় মাসের মধ্যে সরকার লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

৩. উক্ত কর্মপরিকল্পনায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করবে, মালিক সংগঠন/সমিতি এ নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মালিক/কর্তৃপক্ষের সহায়তায় কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং শ্রমিক সংগঠন/সমিতিসমূহ এ নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তার সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপসহ সময়ভিত্তিক কর্মসূচি অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

৪. জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মালিক সংগঠন/সমিতি সরকারের আহ্বানে তাদের বাৎসরিক কর্মসূচি সরকারের নিকট দাখিল করবে। তদ্রূপ শ্রমিক সংগঠন/সমিতিও তাদের কর্মসূচি দাখিল করবে।

৫. সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে (উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসহ) আলোচনার ভিত্তিতে সরকারের গৃহীতব্য কার্যক্রম, মালিক সংগঠন/সমিতি কর্তৃক গৃহীতব্য কার্যক্রম এবং শ্রমিক সংগঠন কর্তৃক গৃহীতব্য কার্যক্রমের সমন্বয়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (National Plan of Action) প্রণয়ন করা হবে। সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল কমিটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে মনিটর করবে।

৬. এ নীতিমালার আওতায় গৃহীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনাভূক্ত সরকারের কর্মকান্ড, মালিক সংগঠন/সমিতি এবং শ্রমিক সংগঠন/সমিতির কার্যক্রম বাস্তবায়নের বাৎসরিক প্রতিবেদন সরকার নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবে।

৭. এ নীতিমালা বাস্তবায়নে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কাজের নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মরত বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও পেশাজীবীদের সমন্বয়ে একটি ছোট আকারের স্থায়ী টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হবে।

৮. সরকার, মালিক, শ্রমিক প্রতিনিধি এবং পেশাগত স্বাস্থ্য বিষয়ে সক্রিয়/অ্যাকটিভিস্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত টেকনিক্যাল কমিটি বাৎসরিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা পূর্বক পরবর্তী বছরের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করবে এবং জাতীয় শিল্প ও নিরাপত্তা কাউন্সিলের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবে।

৯. এ নীতিমালা ও গৃহীতব্য কার্যক্রম/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নে সরকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও পেশাজীবীদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায় থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় তাঁদের সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা করবে।

১০. এ নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য সরকার চলমান বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী গঠিত 'জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল', সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন', 'আইইবি', 'আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা', 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা', ইত্যাদি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে।

১১. প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতীক উন্নয়ন সহযোগীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশ চলমান পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের একটি অংশ। এ প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হবে। এক্ষেত্রে কর্মক্ষম শ্রমিক, নিরাপদ কর্মস্থল ও উন্নত পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপদ কর্মস্থল প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও বহিঃবিশ্বে দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। সার্বিক বিবেচনায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইস্যু সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিবেচনা করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মিকাইল শিপার
সচিব।

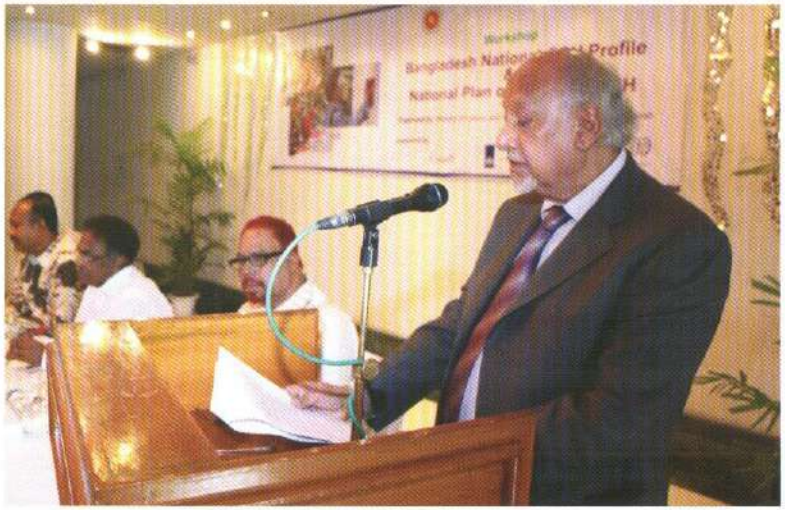

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রধান কার্যালয়
বিএফডিসি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স
২৩-২৪ কারওয়ান বাজার (২য় ও ৩য় তলা)
ঢাকা-১২০৫
ফোন : +৮৮০২-৫৫০১৩৬২৭
ওয়েব : www.dife.gov.bd

Canada

Kingdom of the Netherlands

UKaid
from the British people

ILO
International Labour Organization